Retail Price Rs. 5/-

গৌড়ীয় মিশন (রেজিষ্টার্ড) হইতে প্রকাশিত

# শ্রীভক্তি-পত্র

৪৯ বর্ষ ❀ ১ম সংখ্যা ❀ শ্রীশ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী সংখ্যা ❀ ভাদ্র ১৪১৮ ❀ আগষ্ট ২০১১

❁ পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা ❁

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ

## গৌড়ীয় মিশনের শুদ্ধ ভক্তি-মঠ ও প্রতিষ্ঠান সমূহ

১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ (রেজিঃ হেড অফিস) বাগবাজার
কোলকাতা-3 ফোন-2554-4155, 2543-1387
e-mail :- gaudiya@cal3.vsnl.net.in
visit us : www.gaudiyamission.com
২। শ্রীবৃহদ্-মৃদঙ্গ ভাগবত যন্ত্রালয়, ৩। পরাবিদ্যাপীঠ,
৪। গৌড়ীয় মিশন গ্রন্থ মন্দির, ৫। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য চিকিৎসালয়
৬। শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠ, গোদ্রুম,
পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া-741315, ফোনঃ-034722-48218
৭। শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গ্রন্থ মন্দির
৮। শ্রীকুঞ্জকুটীর, বেলেডাঙ্গার মোড়, পোঃ কৃষ্ণনগর,
নদীয়া-741104 ফোনঃ-256920 STD-03472
৯। শ্রী প্রপন্নাশ্রম মঠ, পোঃ আমলাজোড়া,
বর্দ্ধমান-713212 ফোনঃ-2520-358 STD-0343
১০। শ্রীভাগবত-জনানন্দ মঠ, চিরুলিয়া, পোঃ মহেশপুর,
মেদিনীপুর (পূর্ব) মো ঃ ৭৬০২৯৯৭৬৮৫, ৯০০২৫৯৭৫৯৬
১১। শ্রীভাগবত আশ্রম, কুলুশীর্ষা, কুড়মিঠা, বীরভূম (পঃ বঃ)
১২। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, চটক পর্বত, গৌরবাটসাহী
পোঃ পুরী-752001(উড়িষ্যা), মো ঃ ০৯৮৬১৩৬৯৪১৭
১৩। আর্তাশ্রম, পুরী, ১৪। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য ঔষধালয়, ঐ
১৫। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, গৌড়ীয় মিশন রোড, উড়িয়া বাজার,
কটক-753001 ফোন ঃ-2420432 STD 0671
১৬। পরমার্থী প্রিন্টিং প্রেস, ঐ
১৭। শ্রী ব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ, আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি,
পুরী, পিন-752011 ফোন-235606 STD-06752
১৮। আর্তাশ্রম, আলালনাথ, ঐ
১৯। শ্রী চৈতন্যপাদপীঠ, যাজপুর, পোঃ যাজপুর উড়িষ্যা
২০। শ্রীমাধবেন্দ্র গৌড়ীয় মঠ, রেমুণা, বালেশ্বর-756019
উড়িষ্যা ফোন-224057 STD-06782
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পথ, মিঠাপুর,
পাটনা-800001 (বিহার) ফোন-2240854 STD-0612
২২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গৌতমবুদ্ধ রোড, গয়া-823001 বিহার
ফোন-2225116 STD-0631 মো ঃ ০৯৪৩০৬৩৮৯৮৪
২৩। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ, 77 নং তুলারামবাগ এলাহাবাদ-
211006 (ইউ. পি.) ফোন ঃ-2500925 STD-0532
২৪। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ, 8/17 বড়গম্ভীর সিং,
বারাণসী- 221001 ফোন ঃ-2275-952 STD-0542
২৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ, কিশোরপুরা, বৃন্দাবন, মথুরা-281121
ফোন-2444153, STD-0565, মোঃ-০৯৭৬০২৭৭৮৭৩
২৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, মতিনগর, লক্ষ্ণৌ-226004
ফোন ঃ-2692314 STD-0522
২৭। শ্রীভক্তিকেবল ঔডুলোমি গৌড়ীয় মঠ, সুভাষনগর,
মোগলসরাই (ইউ. পি.), ফোন-256022 STD-05412
২৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, F 1/1, হাউজ খাস, নিউ দিল্লী
পিন-110016 ফোন-26868743 STD-011
২৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গান্ধীনগর, বান্দ্রা (পূর্ব)
মুম্বাই-400051, ফোন-26591212 STD-022
৩০। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ, পোঃ কুরুক্ষেত্র, জেলা কুরুক্ষেত্র,
হরিয়ানা-136118 ফোন-291709 STD-01744
৩১। শ্রীরাধাগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, লালা, হাইলাকান্দি
আসাম-788163 ফোন-244-484 STD-03844
৩২। শ্রীগৌরগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, বাসুদেবপুর, পোঃ খঞ্জনচক
হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর। মোঃ -9434345435
৩৩। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গ্রাম-শিংপুর, পোঃ-বাদলপুর, থানা-সবং
পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১১৬৬, মোঃ - 9635185495
৩৪। শ্রীরাধাকুঞ্জ গৌড়ীয় মঠ, কোনই রোড,
পোঃ- রাধাকুণ্ড, জেলা-মথুরা, (U.P.),
পিন-281504, মোঃ 09454875061, 08979369504
৩৫। শ্রী গৌড়ীয় মঠ, রিহাবাড়ী (মিলনপুর),
গুয়াহাটী-৮, ফোন ঃ 0361-2732049
৩৬। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ, 27 ক্রানহার্ষ্ট রোড
লণ্ডন N.W.2 4LJ UK. ফোন-0044-208-4522733
৩৭। শ্রীভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত গৌড়ীয় মঠ, ১৮০ ফুল্টন এভিনিউ,
রচেষ্টার, নিউইয়র্ক-14613, U.S.A. ফোন-0015854588053
e-mail :- gaudiyamissionusa@gmail.com

## প্রবন্ধ-সূচী


| | প্রবন্ধের নাম | লেখক | পত্রাঙ্ক |
|---|---|---|---|
| ১। | বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত-মালা | ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর | ৩ |
| ২। | শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত | শ্রীল প্রভুপাদ | ৪ |
| ৩। | হরিকথা-প্রসঙ্গ | শ্রীল আচার্য্যদেব | ৬ |
| ৪। | ভগবানের ভক্ত সবসময় ভগবানের প্রিয় | শ্রীল গোস্বামীপাদের ভাষণ | ৭ |
| ৫। | শ্রীগৌড়ীয় মঠের কথা কে কিরূপ বুঝিয়াছি | শ্রীগৌড়ীয় ১১শ খণ্ড হইতে সংগৃহীত | ৯ |
| ৬। | শ্রীপুরুষোত্তম মঠে ইষ্টগোষ্ঠী আলোচনা | শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ | ১০ |
| ৭। | রথযাত্রা মহোৎসব | বৃন্দা দাসী (বীরভূম) | ১৩ |

শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার পাত্ররাজ-প্রবর
শ্রীশ্রী স্বরূপ-রূপানুগ ধর্মপালক-প্রচারক শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত নিত্যলীলা
প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ ও নিত্যলীলা প্রবিষ্ট
ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-শ্রীরূপ ভাগবত মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত
**গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক
মহারাজের নিয়ামকত্বে পরিচালিত পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা।**
**(নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজের
কৃপাশীর্ব্বাদে ইং ১৯৬৩ সনে প্রথম প্রকাশিত)**

# শ্রীভক্তি-পত্র

''ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ ধন।
ভক্তি এই—কৃষ্ণ-নাম-স্মরণ-ক্রন্দন ॥''
— শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর

''ভক্তিবিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ॥''
— শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী

৪৯ বর্ষ ❀ ১ম সংখ্যা ❀ শ্রীশ্রী কৃষ্ণজয়ন্তী সংখ্যা ❀ ভাদ্র ১৪১৮ ❀ আগষ্ট ২০১১

# বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত-মালা

## জড়জগৎ ও শ্রীভক্তিবিনোদ

➢ **জগৎ মিথ্যা না হইয়াও নশ্বর কিরূপে?**

❑ ''এই বিশ্ব সচ্চিদানন্দ তত্ত্ব হইতে উত্থিত হইয়াছে বলিয়া ইহা নিত্য সত্য—এরূপ বলিলে তর্কহত হইয়া ব্যভিচার উদয় হয়। আবার এই বিশ্ব ব্রহ্মের বিবর্ত্ত বলিয়া ইহাকে **'নিতান্ত মিথ্যা' বলিলে তর্কহত মিথ্যা কথা হয়।** অতএব **'এই বিশ্ব-সত্য হইয়াও নশ্বর'—এই কথা বলিলে সত্যের প্রতিষ্ঠা হয়।** চিন্তামণি যেরূপ স্বর্ণাদি প্রসব করে, তদ্রূপ পারমেশ্বরী শক্তিও এই নশ্বর জগৎকে প্রসব করিয়াছেন।''

*—'প্রমাণ-নির্দ্দেশঃ', শ্রীভাঃ মাঃ ১।১৫*

➢ **সংসারে আসক্তি মঙ্গলদায়ক কি?**

❑ 'সংসার' 'সংসার' করে মিছে গেল কাল।
লাভ না হইল কিছু, ঘটিল জঞ্জাল ॥
কিসের সংসার এই, ছায়াবাজী প্রায়।
ইহাতে মমতা করি' বৃথা দিন যায় ॥''

—'নির্ব্বেদ-লক্ষণ-উপলব্ধি' ৪, কঃ কঃ

➢ **জড়জগতে ভোগের মূল্য কি?**

❑ ''ইন্দ্রিয়-তর্পণ বই, ভোগে আর সুখ কই,
সেও সুখ অভাব-পূরণ।
যে সুখেতে আছে ভয়, তাকে 'সুখ' বলা নয়,
তাকে 'দুঃখ' বলে বিজ্ঞ-জন।''

—'নির্ব্বেদ-লক্ষণ-উপলব্ধি' ৩, কঃ কঃ

➢ **মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, পঞ্চভূত, পঞ্চতন্মাত্র ও জীবের ইন্দ্রিয়সমূহ কিরূপে সৃষ্ট হয়? জীবগণই বা কি?**

❑ ''চিদৈশ্বর্য্য-প্রধান পরব্যোমে কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন শ্রীনারায়ণ বিরাজমান। তাঁহার ব্যূহগত মহা-সঙ্কর্ষণও শ্রীকৃষ্ণের বিলাসবিগ্রহাংশ। তিনি চিচ্ছক্তিবলে একাংশ সৃষ্টিকালে চিজ্জগৎ ও মায়িক জগতের মধ্যসীমা-রূপা বিরজায় নিত্য শয়ন করিয়া দূরস্থিতা ছায়ারূপা মায়া-শক্তির প্রতি ঈক্ষণ করেন। তৎকালে সেই চিদীক্ষণ স্বরূপাভাসরূপ

দ্রব্যশক্তিময় প্রধানপতি রুদ্ররূপী শম্ভু নিমিত্তাংশ মায়ার সহিত সঙ্গ করেন; কিন্তু কৃষ্ণের সাক্ষাৎ চিদ্‌বলরূপ মহাবিষ্ণু-প্রভাব ব্যতীত কিছুই করিতে পারেন না। সুতরাং শিবশক্তিরূপা মায়া ও প্রধানগত উপাদান, এতদুভয়ের ক্রিয়া-চেষ্টায় কৃষ্ণাংশ অর্থাৎ কৃষ্ণাংশ-সঙ্কর্ষণের অংশরূপ মহাবিষ্ণু আদ্যাবতাররূপে অনুকূল হইলেই মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হয়। মহাবিষ্ণুর অনুকূল শিবশক্তি ক্রমশঃ অহঙ্কার এবং আকাশাদি পঞ্চভূত, তন্মাত্র ও জীবের মায়িক ইন্দ্রিয়সকলকে সৃষ্টি করেন। মহাবিষ্ণুর কিরণকণরূপ অংশ-সমূহই জীবরূপে উদিত।'' —ব্রঃ সং ৫।১০

# শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

সুখ, দুঃখ ও সুখ-দুঃখমিশ্র অবস্থাত্রয়দ্বারা শ্রীভগবান্ আমাদিগকে কৃপা করেন। শ্রীভগবান্ পরম করুণিক। জগতে দুঃখের সমাবেশদ্বারা তিনি আমাদিগকে প্রতিপদে শিক্ষাপ্রদান করিতেছেন—পৃথিবী যে আমাদের নিত্য বাসস্থলী নহে ইহাও দেখাইতেছেন। যে কয়টা দিন এই পৃথিবীতে থাকিতে হইবে, তাহাতে কেবলমাত্র শুদ্ধ হরিতোষণ ব্যতীত আর অন্য কোন কার্য্যে বৃথা প্রয়াস করিতে হইবে না। এই পৃথিবী ত্রিবিধ দুঃখে পরিপূর্ণ, ইহা চিরদিনের আবাসস্থলী নহে—ইহা প্রদর্শনের জন্য ও সেবানন্দপরিপূর্ণ নিত্যধামের পরিচয় অভিব্যক্ত করাইবার জন্য তিনি তাঁহার নিজজনগণকে এই প্রপঞ্চে রাখিয়াছেন। অনেকে মনে করেন, জগতে দুঃখ রাখিয়া অন্যায় করা হইয়াছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নয়। জগতে দুঃখই ভগবানের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দান। দুঃখের অভ্যন্তরে এমন এক পরমোপাদেয় আশ্চর্য্য ব্যাপার নিহিত রহিয়াছে যে, তাহার দ্বারা আমাদের পরমমঙ্গল হইতে পারে।

যদি আমরা ভগবানের যে-কিছু বিধান ভগবানের ইচ্ছা ও অনুগ্রহ বলিয়া গ্রহণ করি এবং আমাদের অনুষ্ঠিত দুর্ভাগ্যাদির আলোচনা করি, 'তাঁহার ইচ্ছাই পরিপূর্ণ হউক' ইহা মনে-মুখে এক করিয়া তাঁহার প্রদত্ত সুখ দুঃখাদি মস্তকে ধারণ করি, তাহা হইলে আমরা জীবন্মুক্ত হইয়া ইহজগতে সর্ব্বদা হরিসেবাপর থাকিতে পারিব। এইপ্রকার মুক্তি ব্যতীত অন্যপ্রকার মুক্তিবাঞ্ছা আমাদের হৃদয়ে ইন্দ্রিয়তর্পণমূলে উদিত হওয়া উচিত নহে। ভগবানের বিধান সর্ব্বদাই মঙ্গলের হেতু—আমাদের শোধনের জন্য। বিবেকিগণ সর্ব্বদাই অবগত আছেন যে, ভগবদানুগত্য ব্যতীত জীবের আর মঙ্গলের পথ নাই। ভগবদ্বিমুখতা নষ্ট করিবার জন্য 'দুঃখ ও ভগবদ্বিমুখতা বৃদ্ধি করিবার জন্য ইন্দ্রিয়জ 'সুখ' সৃষ্ট হইয়াছে। যখন আমরা সুখ-দুঃখ উভয় বিধানকেই ভগবানের কৃপা বলিয়া গ্রহণ করিতে শিখিব, তখন হইতেই আমাদের মঙ্গল উদিত হইবে।

শ্রীকৃষ্ণের ত্রিবিধা শক্তি—অন্তরঙ্গা বা স্বরূপশক্তি, বহিরঙ্গা বা মহামায়াশক্তি, তটস্থা বা জীবশক্তি। স্বরূপশক্তির উপাসক শাক্তগণই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। শাক্তগণই হরিভজন করতে পারেন। শাক্ত না হলে কখনও হরিভজন হয় না। যাঁরা শাক্তবিরোধী, তারা কখনও বৈষ্ণব নন অর্থাৎ যারা নিঃশক্তিক ব্রহ্মের উপাসকাভিমানী বা মায়াবাদী তারা বৈষ্ণব নন। বৈষ্ণবমাত্রেই ব্রহ্মগায়ত্রীর উপাসক শক্তি; বিদ্ধশাক্ত নহেন—শুদ্ধশাক্ত। যে শাক্তকে উপাসনা করে, গান করে ত্রাণ লাভ করা যায়, তাহাই গায়ত্রী-শক্তি। বৈষ্ণব সেই শক্তির উপাসক।

মায়াবাদিগণ বলেন—''ব্রহ্মবস্তু নিঃশক্তিক।'' অশুদ্ধ শাক্তগণ বলেন—''আমরা শাক্তকে ধার করে নিয়ে বরং 'দেবী' প্রভৃতি অনিত্য নামরূপগণ কল্পনা করে আমাদের ভোগোপকরণ-সরবরাহকারী খাজাঞ্চিরূপে খাড়া করছি!'' কিন্তু শুদ্ধশাক্তগণ বলেন, ''শক্তিমানেরই—শাক্ত, সেই শক্তি নিত্যা, অপ্রতিহতা।'' অশুদ্ধ শাক্তগণের অশুদ্ধা বুদ্ধির নিকট শক্তিমানের শক্তি বিমুখমোহিনীরূপে শক্তিমান হতে তাদের আবরণও বিক্ষেপ করে, আর বিশুদ্ধ শাক্তগণের সেবোন্মুখিনী বুদ্ধির নিকট শক্তিমানের শাক্ত উন্মুখ-পালনীরূপে শক্তিমানের সেবায় বিচিত্র বিলাস সাধন করে থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণের দুইটি অঙ্গ—একটি বাহিরের অঙ্গ, আর একটি ভিতরের অঙ্গ। তাঁর বহিরঙ্গের যে শক্তি, তাতে অশুদ্ধ শাক্তগণ মোহিত হন। আর বিশুদ্ধ শাক্তগণ অন্তরঙ্গা শক্তির নিত্যকাল উপাসনা করেন। শক্তিমানের বাহ্য-অঙ্গের

শক্তিতে পরিদৃশ্যমান্ জগৎ বঞ্চিত হচ্ছে। বহিরঙ্গা শক্তির ক্রিয়া—অনিত্যা; আর অন্তরঙ্গা শক্তির ক্রিয়া—নিত্যা। অন্তরঙ্গা শক্তি অনর্থমুক্ত শুদ্ধ শাক্তগণের আরাধ্যা। অন্তরঙ্গা শক্তি—অর্থযোগমায়া, আর বহিরঙ্গা শক্তি অর্থবিয়োগমায়া। জগতের প্রায় সকল লোকই অর্থবিয়োগমায়ার উপাসনায় প্রমত্ত; কারণ, সেই মায়া আপাতপ্রেয়ঃকেই 'অর্থ' বলে ভ্রান্তি করায়। 'অর্থ'-শব্দের অর্থ—'প্রয়োজন'; দেহ ও মনের প্রয়োজন—অনেক লোকের অনেকপ্রকার, সত্ত্বাধিকারী আত্মার প্রয়োজন—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম। অর্থযোগমায়া সেই কৃষ্ণপাদপদ্মের সহিত সর্ব্বজীবের আত্মাকে যুক্ত করে দেন। শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর চরণ আশ্রয় করলে শ্রীকৃষ্ণ সহজপ্রাপ্য হন।

যত্ন করে অহরহ কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ মহাভাগবতের নিকট হরিকথা শ্রবণ ছাড়া তাঁর সেবা ছাড়া মঙ্গলের আর দ্বিতীয় উপায় নাই। বর্ত্তমানে আমাদের নিত্যবৃত্তি বিকৃতরূপে বিভিন্ন বস্তুতে ছড়িয়ে পড়েছে। মহৎশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পুরুষের আনুগত্য ফলে কেশীতীর্থের উপকণ্ঠে কৃষ্ণদর্শন হলে আমাদের আর অন্য কোন ইতরদর্শন স্পৃহা থাকে না।

ভগবানের চরণে শরণ গ্রহণ ব্যতীত স্বাধীনতা লাভের আর অন্য উপায় নাই। গুর্ব্বানুগত্যে অধোক্ষজ পূর্ণ পুরুষের অধীনতাই স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার, তাহাই পূর্ণ স্বাধীনতা।

মনোযোগ দিয়ে হরিকথা-শ্রবণদ্বারাই সাধুগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হয়। সাধুগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হলে ভগবানের বীর্য্য ও জগতের দৌর্ব্বল্যের কথা আমরা বুঝতে পারি। আমরা তখন সাধুগণের কথামত সেবা করতে করতে কৃষ্ণসেবায় সুদৃঢ় বিশ্বাস, আসক্তি ও প্রীতি লাভ করতে পারি। কৃষ্ণসেবায় প্রীতিই নিখিল জীবের চরম প্রয়োজন।

শাস্ত্রবিহিত হরির উদ্দেশক ক্রিয়াই ভক্তি। আমরা উদরভরণের উদ্দেশ্য করে যদি বিষ্ণুসেবার ভাণ করি, তবে তাহা ভক্তি নহে—বিকর্ম্ম বা অপরাধ মাত্র। আত্মীয়-স্বজনের বা লব্ধ শরীরের প্রীতির জন্য যে চেষ্টা, তাহা কর্ম্ম। মুক্তির পথ অনুসন্ধান করে যে কিছু চেষ্টা তাও বিষ্ণুর উপাসনা নহে।

কৃষ্ণ সকল বস্তুর একমাত্র ভোক্তা, সমস্ত বস্তুর একমাত্র প্রভু, সমস্ত বস্তুর একমাত্র সখা, সমস্ত মাতা-পিতার একমাত্র পুত্র, সমস্ত যোষাকুলের একমাত্র কান্ত। কৃষ্ণ যাঁর সেব্যবস্তুরূপে প্রকাশিত হন, তিনি আর অন্য বস্তুর সেবা করেন না।

শ্রীগুরুমুখ হইতে স্বরূপতত্ত্বের বিষয় শ্রবণ করিতে হয়। আদৌ প্রপন্ন না হইলে সত্য উপলব্ধি হইতে পারে না। যতদিন প্রপন্ন না হওয়া যায়, ততদিন আমরা ধর্ম্মসংমূঢ়চিত্ত ও সংশয়াত্মা হইয়া বিনাশের পথে ধাবিত হই। যাঁহার নিকট আমাদের প্রপত্তি স্বীকার করিতে হইবে, তিনি মর্ত্ত্য ব্যক্তিবিশেষ হইলে পারমার্থিক গুরুপদবাচ্য হইতে পারেন না। শ্রীগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণশক্তি—শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ববিৎ—শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন, শ্রীকৃষ্ণেরই দ্বিতীয়স্বরূপ বা প্রকাশ। ভগবান্ বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন যোগ্যতা দর্শন করিয়া তাঁহাদের নিকট সেইরূপ গুরু প্রেরণ করেন যাঁহারা ভগবানের নিষ্কপট কৃপা চাহেন—যাঁহারা তাঁহাদের শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির নিমিত্ত ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করেন, ভগবান্ তাঁহাদের উপর নিষ্কপট কৃপা বিতরণ করিবার জন্য স্বয়ং মহান্ত সদ্গুরুরূপে প্রকাশিত হন। ❑

## ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের বাণী

* গৌড়ীয়দের প্রাণধন রাধাকৃষ্ণের মাধুর্য্য লীলার পুষ্টি বিধানের জন্য দ্বারকা লীলা থেকে কৃষ্ণকে সরিয়ে এনে বৃন্দাবনীয় লীলায় প্রবেশ করানোই রথাযাত্রার তাৎপর্য্য।
* ভগবানের রসমাধুর্য্য-রূপমাধুর্য্য আদি আস্বাদন করাটাই হচ্ছে গৌড়ীয় ভক্তগণের বৈশিষ্ট্য।
* বৃন্দাবনীয় লীলার মধ্যে কোনো কিছু বিচার নাই—পাপ-পুণ্য বিচারের অনেক উর্দ্ধে, আর এখানকার সমস্ত লীলা হচ্ছে গোপ-গোপীগণের মনোনীত লীলা। সেজন্য এই লীলার সঙ্গে গৌড়ীয়দের বেশী দরকার।
* জগতের বিচারে যেগুলি দরকার বলে মনে হয়, ভক্তির বিচারে সেগুলি দরকার নাও হতে পারে। ভক্তির বিচারে যেটা দরকার সেটাই আমাদের করা দরকার।
* জানা আর অনুভবের মধ্যে আনা এক কথা নয়। জানাটা হচ্ছে মাথার বৃত্তি, অনুভব বেদ্য বস্তুকে অনুভব করতে হলে হৃদয়বত্ত্বাকে বাড়াতে হবে।
* ভজন করতে হলে ভগবানের স্বরূপের অনুভূতির সাথে সাথে ভগবৎ বিরূপ অবস্থায় মায়ার যে কত তাণ্ডব নৃত্য তা অনুভব করতে হবে।

# হরিকথা প্রসঙ্গ

*—শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুর*

হরিকথা কীর্ত্তন করাই জীবের প্রতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দয়া। কীর্ত্তনকারীর মধ্যে হরিভক্তের সমস্ত গুণ আছে। সুনীচতা, সহিষ্ণুতা, অমানিত্ব ও মানদত্ব-গুণে গুণী না হইলে হরিভজনে অধিকার হয় না। হরিকীর্ত্তনকারীর এই সমস্ত গুণই আছে। হরিভজন কাহাকে বলে, কি উপায়ে হরিভজন হয়—গুরুগৌরাঙ্গের সুখবিধান করা যায়, তাহা শ্রদ্ধালু হরিভজনেচ্ছু ব্যক্তির নিকট কীর্ত্তন করাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দয়া। কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপার কথা আত্মমঙ্গলেচ্ছু সকলের নিকট কীর্ত্তন করিতে হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন বলিয়া মহাবদান্য। তিনি সংকীর্ত্তনৈকপিতা। হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া সকলকে হরিভজনে নিযুক্ত করাই শ্রীগৌরসুন্দরের মনোঽভীষ্টপরিপূরণ। কৃষ্ণকীর্ত্তন হইলে কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ হয়। কৃষ্ণকীর্ত্তন বলিলে কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকরবৈশিষ্ট্যের কীর্ত্তন বুঝিতে হইবে। প্রকৃত শুদ্ধবৈষ্ণব হরিকীর্ত্তন করিলে তাহা যাঁহারা শ্রবণ করেন, তাঁহাদেরও প্রচুর মঙ্গল হয়। হরিকথার কীর্ত্তনকারী ও শ্রবণকারী উভয়েরই সুবিধা হয়। যাঁহারা হরিকীর্ত্তন করেন না ও যাঁহারা হরিকথা শ্রবণ করেন না, তাঁহাদের অমঙ্গল হইবে। হরিকথা-শ্রবণ যাঁহার ভাল লাগে, তাঁহার কৃষ্ণকে ভাল লাগে। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—''সাধুগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতে আমার মাহাত্ম্যপ্রকাশক শুদ্ধহৃদয়কর্ণের প্রীতিউৎপাদক যেসকল কথা আলোচিত হয়, তাহা প্রীতির সহিত সেবা করিতে করিতে শীঘ্রই প্রকৃত মোক্ষ-বর্ত্মস্বরূপ আমাতে যথাক্রমে প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে রতি ও অবশেষে প্রেমভক্তি উদিত হইবে।''

মায়ার কথা বা ভোগবার্ত্তা শ্রবণ করিতে করিতে আমাদের কাণ বোঝাই হইয়া গিয়াছে। এখন আমাদের মায়ার কথা—ভোগ্য জগতের রূপ-রসাদির কথা শুনিতে ও তাহাদের বিষয় চিন্তা করিতে ভাল লাগিতেছে। ইহা অত্যন্ত অসুবিধাজনক অবস্থা। এখন সেই অসুবিধাগুলি দূর করিতে হইলে প্রচুর পরিমাণে হরিকথা শুনিতে হইবে। সাধুগুরুর মুখে চব্বিশ ঘণ্টা হরিকথা শুনিতে হইবে, তবেই মঙ্গল হইবে। এই শ্রবণ কেবল কতকগুলি কথা শোনা নহে। কেবল শুনিলে বা জানিলেই কাজ হইবে না। শ্রবণীয় বিষয় অনুশীলন বা আচরণের নামই প্রকৃত শ্রবণ।

হরিভজনে নিযুক্ত না হইলে শুধু জড়ত্যাগ কোন কাজের কথাই নয়। বৈরাগ্যের নামে আলস্যে প্রবৃত্ত হওয়া অথবা ভোগী কর্ম্মী হইয়া বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে। ভোগত্যাগ, আসক্তি-বিরক্তি, আলস্য ও কর্ম্মাগ্রহিতা প্রভৃতির উদয় হইলে বা সেই সেই কার্য্যে রত ব্যক্তিগণের সঙ্গ করিলে অসৎ হইয়া পড়িতে হইবে।

ভক্তিযাজনে উৎসাহ থাকা চাই। হরি-গুরুবৈষ্ণব-সেবায় বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হইলে নিরুৎসাহ আসা উচিত নহে। ভক্তিতে বাধা দেখিয়া নিরুৎসাহিত হওয়া অশ্রদ্ধালুর লক্ষণ। ভক্তিপথ ব্যতীত—শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শ্রীচরণকমল ব্যতীত—তাঁহাদের সুখবিধান করা ব্যতীত আমার অন্য উপায় ও কর্ত্তব্য আছে, এই দুরাশার লেশমাত্র হৃদয়ে থাকিলেও হরিভজনের আশা নাই। ভক্তিতে বিঘ্নবিপদ্ আসিলে কোটিগুণ উৎসাহ ও ধৈর্য্যের সহিত শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শ্রীচরণকমল আশ্রয় করিতে হইবে। অত্যন্ত কাতরচিত্তে সুদৃঢ়ভাবে তাঁহাদিগকে আশ্রয় না করিলে বাঁচা যাইবে না। ভক্তিপথে বিঘ্ন নাই, তবে যে বিঘ্ন দেখা যায়, তাহা মায়ার পরীক্ষা। কৃষ্ণের ইচ্ছাতেই ভক্ত্যনুশীলনকারীর দৃঢ়তা ও ধৈর্য্যপরীক্ষার জন্য এইরূপ এক অবস্থার উদ্ভব হয়। যদি অকপট ভক্তি-আকাঙ্ক্ষা না থাকে, তাহা হইলে টলাইয়া যাইতে হইবে। উৎসাহকে অধিকতর নির্ম্মলভাবে প্রকাশিত করিবার জন্য ভক্তিপথে বিপদ্-বিঘ্ন আসে। নিষ্কপট হরিভজনেচ্ছুর এইরূপ এক একটি বিঘ্নই উৎসাহ, ধৈর্য্য ও দৃঢ়তার মাত্রা কোটিগুণ বাড়াইয়া দেয়। বাধা পাইয়া মুস্‌ড়াইয়া যাওয়া শ্রদ্ধার লক্ষণ নহে। উৎসাহভঙ্গরহিত অবস্থাই শ্রদ্ধার লক্ষণ। বিপদের সময় শ্রীগুরুবৈষ্ণবের বাণীকে ধ্রুবতারা করিয়া চলিলে ভক্তিপথে অগ্রসর হওয়া যাইবে। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের বাণী ভক্তি সিদ্ধান্তকে পুরোভাগে স্থাপন করিয়া ভজনপথে চলিলে মঙ্গল হইবে—বিঘ্নবিপদ্ সমস্ত দূরীভূত হইয়া যাইবে। তবে তাঁহাদের বাণীর প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস চাই। বিঘ্ন-বিপদ্ উপস্থিত হইলে ধৈর্য্য ধারণ করিতে হইবে। ভক্তির চরমফল লাভ করিবার জন্য কত জন্মজন্মান্তর চলিয়া যাইতে পারে, আবার অল্পদিনেও হইতে পারে। আমি ভগবানের প্রতি

কতটা আত্মসমর্পণ করিয়াছি, কতটা গুরুবৈষ্ণবের চিত্তবৃত্তির সঙ্গে আত্মসংযোগ করিতে পারিয়াছি—সর্ব্বক্ষণ মনে মনে এই বিচার করা দরকার। বহু ভাগ্যফলে তাঁহাদের সঙ্গ ও সেবা করিবার সৌভাগ্য লাভ হইয়াছে। একবার এই সুদুর্ল্লভ সঙ্গ হারাইলে পুনরায় এরূপ সুযোগ হওয়া সুকঠিন, এইরূপ চিন্তা করিয়া ধৈর্য্যধারণপূর্বক কৃপালাভের জন্য অনুক্ষণ সঙ্গোপনে ক্রন্দন করা আবশ্যক। দুর্ব্বল আমাদের বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিবার শক্তি কোথায়! 'হে কৃষ্ণ! আমাকে কৃপাপূর্ব্বক উদ্ধার করিয়া আপনার শ্রীচরণসেবা প্রদান করুন'—এই বলিয়া আত্মনিবেদন সহকারে কৃপা প্রার্থনা করিতে হইবে, তাহা হইলে ভক্তির পথ সুগম হইবে। সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ হইলে সমস্ত বাধাবিঘ্ন একেবারেই কাটিয়া যায়। সাধুশাস্ত্র বলেন—

''কৃষ্ণ, তোমার হঙ' যদি বলে একবার।
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করে পার ॥
কেঁদে বলে—'ওহে কৃষ্ণ, আমি তব দাস।

# ভগবানের ভক্ত সবসময় ভগবানের প্রিয়

**শ্রীল গোস্বামীপাদের ভাষণ ❑ চাঁপাহাটি, গোদ্রুম ❑ তাং ১৫.৩.২০১১**
**নবদ্বীপ পরিক্রমার দ্বিতীয় দিবস**

পরম আরাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুবর্গের অহৈতুকী কৃপাবলে আজ আমরা মহাপ্রভুর জন্মদিনের প্রাক্কালে তাঁর ধাম পরিক্রমা করতে করতে এই স্থানে উপস্থিত হয়েছি। বৈষ্ণবগণ চান ভগবানের আবির্ভাব, সকলের হৃদয়ে মহাপ্রভুর আবির্ভাব হোক এই যে উদাত্ত চিন্তা আমাদের গুরুবর্গ করেছেন তাঁকে সঞ্জীবিত করে রেখে আমাদের সকলের মধ্যে তাঁর reflect হোক, আমরা কত সাধন করি না কেন—এ আশা এ ভরসা কেবল বৈষ্ণব মতেই হয়ে থাকে। আমরা মহাপ্রভুর কথা শুনি, বলি, আচরণ করি সেটা যতটা না হৃদয়ে connect হয় chanting হয়, ভক্তগণের বাঞ্ছা কামনা পূরণ করতে পারেন ভগবান ও তাঁদের (ভক্তদের) আশীর্বাদেই সেটা সম্পন্ন হয়। মহাপ্রভুর ধাম বিশেষ করে উদার—উদাত্ত এবং তিনি যে উদ্দেশ্যে লীলাবলীকে সঞ্জীবিত করে রেখেছেন তার প্রধান উদ্দেশ্য হলো কলিহত জীবকে কলির মর্দন থেকে রক্ষা করা, কলির কৃপালু করাঘাতকে প্রেমে পরিণত করা। সেইজন্য ধাম গ্রাম সাম্যে দেখতে হলেও গ্রাম নয়, এখানে যতকিছু দেখছি সব একই সাম্যে (চিন্ময়) কিন্তু এই জাগতিক দর্শন থেকে ধাম দর্শন হয় না। ধাম দর্শন হয় কিসে? এই যে ধামের অত্যধিক আদরের বস্তু যাঁরা সেইসব ভক্তকে আমরা সঙ্গী হিসেবে ধরতে পারলে আমাদের হৃদয়ে ধামের উদয় হয়, দর্শন হয়। 'দর্শন' শব্দে অনুভব। 'দর্শন' শব্দে কেবল চোখ দিয়ে দেখা নয়, কেবল অনুভবের দ্বারা অথবা কান দিয়ে শ্রবণ করা। দর্শন আমাদের কান দিয়ে হয় চোখ দিয়ে হয় না। চোখ দিয়ে আমরা যা দেখি তা কি দেখি? যা দেখি আমরা তা তে সবসময় বঞ্চিত হই। জাগতিক জ্ঞান আর পারমার্থিক জ্ঞান এবং চিন্ময় জগতে এসব কথা শ্রবণ অর্থে ঠিক কিন্তু মহাপ্রভুর কথা (জ্ঞান) হয় ভক্তসঙ্গে। 'গৌর আমার যেসব স্থান করল ভ্রমণ রঙ্গে, সেসব স্থান হেরিব আমি প্রণয়ী ভকত সঙ্গে।' যারা ভগবানের প্রণয়কে লাভ করবার জন্য সবসময় অপেক্ষা করে রয়েছেন সেই সমস্ত ভক্তের কথা শোনবার বলবার অধিকারে এসে বললে শুনলে তখন আশা পূর্ণ হয়। যেখানে যাঁদের সেখানে তাঁদের হৃদয় যদি পরিমার্জিত থাকে তবে গৌরের কথা পড়া, শোনা বা বললে তার মূল্য হয়। আমি যাকে ভালোবাসি তার কথাই বলি কিন্তু যথার্থভাবে মহাপ্রভুর ভালোবাসাকে উজ্জীবিত করতে পারে এরকম প্রসঙ্গ এসে যায় এবং এরকম উজ্জীবিত প্রসঙ্গকে যারা পোষণ করতে পারেন তাদের ভগবৎ দর্শন হয়। শ্রীগৌরসুন্দর এবং তার প্রিয় ভক্তগণের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন শ্রীগদাধর এবং সেই গদাধরকে তিনি ক্ষেত্রবাস দিয়েছিলেন আর এখানে যে গৌরগদাধর আছে এটা বাণীনাথের প্রাণসর্ব্বস্ব। বাণীনাথ এই গৌর গদাধরের সেবায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ তারপরে এই স্থান আবিষ্কার করে বলেছিলেন যে বৈষ্ণব ভক্তগণ এইস্থান যুগ যুগ ধরে দর্শন করুক। সেজন্য ধাম পরিক্রমা করতে করতে শ্রীগৌরসুন্দর এবং তাঁর

অনুগত ভক্তগণের মধ্যে কৃপায় সঞ্চালিত করে রেখেছেন এসব চিন্ময় বৃত্তিকে। গৌর, গৌরনাম এবং গৌরের ধাম এসবকে দেখবার চেষ্টায় চেষ্টান্বিত থাকলে তবে দর্শন পাওয়া যাবে। গৌরসুন্দর তিনি ভগবান, শ্যামসুন্দর হলেও কলিতে তিনি গৌরহরিরূপে এসেছেন। গৌর এবং তিনি হরি ও অর্থাৎ গৌরসুন্দর হলেন রাধাভাবকান্তি সুবলিত তনু। এই শরীর ধারণ করে এসেছিলেন বলে তিনি আপাতভাবে কৃষ্ণভজনের অভিনয় করলেন এবং দেখালেন যে, আমি কৃষ্ণ ভোলা জীব, অজ্ঞ জীব। তিনি জীবগণকে ভগবৎ পথে চালিত করে নিজে ভগবৎ শিরোমণি হয়েও ভাগবত এবং মহাভাগবত এবং উত্তম ভাগবত হয়ে এই লীলাটা করলেন। তার এই লীলা করবার মূল বিষয় হচ্ছে শ্রীরাধাঠাকুরাণীর প্রেমময় চিন্তা এবং প্রেমময় ভাব এবং প্রেমময় লীলা। সেজন্য শ্রীরাধাঠাকুরাণীর সম্বন্ধে বলা হয়েছে এবং তাঁর কৃপা পাওয়ার জন্য তিনি প্রার্থনা করেছেন এবং গৌরসুন্দরের লীলায় তিনি প্রকাশ করেছেন।

"শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুত মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি
লোভাত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥"

(চৈঃ চঃ)

এই যে 'সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি' ভগবান নিজেই ব্যাকুল হয়ে গিয়েছেন তাঁর নিজের মাধুর্য্য আস্বাদন করে এবং তিনি কিভাবে তা অনুভব করেছেন, তিনি বললেন, আমার প্রিয়তা অনুভব করেন কিভাবে রাধাঠাকুরাণী? সেজন্য রাধাঠাকুরাণীর প্রেমবিবর্ত্ত শুনবার যদি ভাগ্য হয় তাহলে আমাকে গৌরসুন্দর হয়ে আসতে হয়। স্বয়ং গৌরসুন্দরের ভাব এবং কান্তি এই দুটোকে তিনি highly choice করে highlighted করে হৃদয়ে জগতের জীবকে ছিটেফোঁটা ছড়িয়ে দিয়েছেন। জগতের জীব কিন্তু তাঁর এসব কথার আস্বাদন করতে পারে না যদি তাদের মর্ত্যবুদ্ধি বা যৎসামান্য অংশ বিষয় বিষে মন আবিষ্ট থাকে। বিষয়ে আবিষ্ট থাকা পর্য্যন্ত এসব বিষয়ের মমার্থ অনুভবের বিষয় হয় না। সেজন্য রাধার প্রণয় মহিমা কৃষ্ণ আস্বাদন করলেন। 'শ্রীরাধায়াঃ প্রণয় মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা'—এই যে শব্দ শুনছি আমরা কিন্তু শব্দ সঙ্গীরূপে আসবে যখন ভক্ত সেজে আমরা তখন আস্বাদন করব। ভগবান ভক্তের প্রিয় এবং ভগবান প্রিয় জিনিসটাকে জগতে দান করেন। এই যে ভগবানকে দান করার ক্ষমতা কেবল ভগবানেরই আছে এজন্য ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর নিজে জগতে এসে তিনি সেই বস্তুই দান করেছেন যা অতিমর্ত্ত্য এবং দুর্লভ। সেই দুর্লভ ভক্তি, ভক্ত ভগবান—এই তিনটে নামের মাধ্যম দিয়ে বিতরণ করেছেন আচার্য্যরূপে, সব কিছু দান করেছেন তিনি বিশেষ ভঙ্গিতে যা আমাদের বাতুল করে থাকে। কিন্তু ভগবান্ সেরকম বাতুলতা প্রকাশ করলেন কেন? তিনি জীবের সঙ্গ করলেন কিন্তু জীবের সঙ্গ করলেও তিনি জীব নন, ভগবান এবং তিনি ভগবৎযুক্ত ছিলেন বলে তিনি জিনিসটা বিলিয়ে দিতে পেরেছেন, সেজন্য আমরা প্রতিক্ষণে ক্ষণে গৌরসুন্দরের কথা শোনবার চেষ্টা করি বা দেখবার চেষ্টা করি এটাই আমাদের প্রচেষ্টা। ক্ষুদ্র হয়েও আমরা ক্ষুদ্র নয় যেহেতু ভগবানের ভক্ত সবসময় ভগবানের প্রিয়। ভগবানের প্রিয়তা অর্জন করতে শিখলেই আমরা ভগবৎ ভক্ত প্রিয় হতে পারব।

এই যে ধাম দেখছেন কত লীলার সমন্বয়ে সঞ্জীবিত এই ধাম। যুগযুগ ধরে বর্ত্তমান রয়েছে, থাকবেও এবং তাদের ক্ষমতা এবং তাদের বন্ধুগণের মধুরতম অবস্থায় জীবকে অবস্থান করানো এটা তাদের পক্ষে বিশেষ কঠিন কাজ নয় কিন্তু এটা জীবের পক্ষে কঠিন, দুঃসাধ্য, দুর্লভ, অতিশয় দুর্লভ কিন্তু তারা এটা দিয়ে ছিনিমিনি খেলেছেন এইভাবে দান করে। দান আমরা গ্রহণ করতে পারি না ঠিক, দান গ্রহণ করার চেষ্টাও করতে পারি না ঠিক যতক্ষণ না দাতার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধের জ্ঞান না আসে। দাতা শিরোমনি কৃষ্ণচন্দ্র দাতা শিরোমনি গৌরসুন্দর হয়ে সেইটা বিলিয়ে দিয়েছেন। সেইজন্য যদি আমরা এর কাঙ্খা পোষণ করি আকাঙ্খা করি তবে একদিন না একদিন হয়তো আমাদের কৃপার বাতাসটা স্পর্শ করবে।

**"বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।**
**পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥"**

—০—

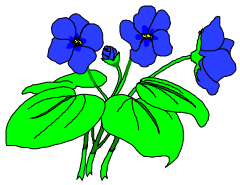

# শ্রীগৌড়ীয় মঠের কথা কে কিরূপ বুঝিয়াছি

**শ্রীগৌড়ীয় ১১শ খণ্ড হইতে সংগৃহীত**

### শ্রীগৌড়ীয় মঠের পরোপকার প্রণালী

শ্রীগৌড়ীয় মঠের পরোপকার ও ভজন-প্রণালী শ্রবণ-কীর্ত্তনমুখে। শ্রবণ-কীর্ত্তনেই একমাত্র কৃষ্ণের সাক্ষাৎ অনুশীলন হয়, কীর্ত্তন শ্রবণ-শাসিত হইলেই সেখানে কোনও প্রকার সম্ভোগ-চেষ্টা আসিতে পারে না। যাহাকে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মাপা যায়, তাহাকে অন্যান্য চেষ্টায় পূজা করা যায়; কিন্তু যাহা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অতীত, অথচ অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের একমাত্র সেব্য, যাহা অধোক্ষজ, তাহার শ্রবণ-কীর্ত্তন ও তদধীন স্মরণ ব্যতীত অন্য কোন সাক্ষাদনুশীলন নাই। এই শ্রবণ-কীর্ত্তন বিস্তারের জন্যই শ্রীগৌড়ীয়মঠের আকাশ-পাতাল আলোড়নময়ী সর্ব্বতোমুখী চেষ্টা।

### অন্বয়ভাবে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার

অসৎসঙ্গের অন্ধকূপহত্যার কারাগৃহ হইতে রক্ষা করিয়া সর্ব্বদা পরমমুক্ত বা অকৈতব হরিকীর্ত্তনময় সৎসঙ্গের মুক্ত বায়ুতে ও দুর্গে বাসস্থান প্রদানপূর্ব্বক সার্ব্বকালিক হরিসেবাময় জীবন-যাপন ও অপ্রাকৃত সৎশিক্ষার বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুযোগদান।

### শ্রীগৌড়ীয়মঠের পরোপকার-প্রণালী ও সাধারণভ্রমোত্থ তথাকথিত পরোপকারপ্রণালীর মধ্যে পার্থক্যের দৃষ্টান্ত ঃ—

শ্রীগৌড়ীয় মঠের পরোপকার-প্রণালী প্রচলিত ইন্দ্রিয়তর্পণের প্রণালী নহে। মনে করুন, রাস্তায় পার্শ্বে একটি গলিতকুষ্ঠরোগী পড়িয়া ক্রন্দন করিতেছে। স্থূল দেহের সুখদুঃখেই যাঁহার নিজের সকল বৃত্তি কেন্দ্রীভূত, তিনি 'কর্ম্মবীর' আখ্যায় আখ্যাত হইয়া ঐ গলৎকুষ্ঠরোগীর দেহের যন্ত্রণার কিয়দংশ তাঁহার নিজ স্থূল শরীরেরই সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় মনে বিশেষভাবে অনুভব করিলেন এবং ঐ গলৎকুষ্ঠরোগীর ঐ রোগ বিদূরিত করিবার চেষ্টা দেখাইয়া তাঁহার নিজের মনকে—যাহা অপরের ব্যথার খানিক অংশ বরণ করিয়া লইয়াছে, সেই মনকে, তৃপ্ত করিবার জন্য গলৎকুষ্ঠরোগীর শুশ্রূষা আরম্ভ করিলেন। ইহাতে তাঁহার দুঃখভারাক্রান্ত মনের দুই ভাবে তর্পণ হইল—প্রথমতঃ সমশীলের বা সমজাতীয়ের জন্য সমবেদনায় ভারাক্রান্ত 'উপকর্ত্তা'-অভিনেতার মন গলৎকুষ্ঠরোগের ধ্যানে যে সূক্ষ্ম কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইয়াছিল, সেই সূক্ষ্ম রোগের উপশম-চেষ্টা রূপ ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতার অবসর পাইলেন; দ্বিতীয়তঃ সেই সূক্ষ্ম কুষ্ঠরোগাক্রান্ত মনের উপর জগতের নিকট হইতে প্রাপ্ত প্রশস্তি বা প্রতিষ্ঠার প্রলেপ তাঁহার মনের অধিকতর তর্পণ বিধান করায় সেই উপকর্ত্তার অভিনেতা দেহের পরিচর্য্যাকেই 'পরমধর্ম্ম' মনে করিয়া লইলেন। তিনি নিজে অত্যন্ত দেহাসক্ত, দেহ ব্যতীত সুখের অন্য কোন যন্ত্র বা উপকরণের অস্তিত্ব তাঁহার তাৎকালিক অস্মিতায় নাই; আর তাঁহার যোগ্যতায় বা অধিকারে অপর দেহের প্রতি তাঁহার নিজ দেহাসক্তিকে যদি লম্বিত বা বিস্তৃত (Project) করিতে দেওয়া না হয়, তাহা হইলে তিনি কেবল নিজের দেহের প্রতিই আসক্ত হইয়া পড়িবেন। তাঁহার নিজের দেহাসক্তিকে কেবল নিজের চৌদ্দ পোয়ায় কেন্দ্রীভূত না করিয়া উহা বহু চৌদ্দপোয়ায় বিস্তৃত করাইয়া তাঁহার ঘনীভূত দেহাসক্তিকে কিঞ্চিৎ শিথিল করিবার জন্য শাস্ত্র কেবল তাঁহারই অধিকারোচিত এরূপ সৎকর্ম্মের ব্যবস্থা দিয়াছেন।* কিন্তু তিনি যদি মনে করেন (ভ্রমবশতঃ এইরূপ মনে করাও তাঁহার দেহাসক্তি-রোগের একটি লক্ষণ) যে, ইহাই সকলের ধর্ম্ম, ইহাই গলৎকুষ্ঠরোগীর রোগ দূর করিবার একমাত্র প্রণালী—যেহেতু ইহা অত্যন্ত প্রত্যক্ষ ও দেহের ন্যায় স্থূল, তাহা হইলে তিনি প্রকৃত পরোপকারের আদর্শ—যাহা তাঁহার অধিকারে, তাঁহার নিকট সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত বা যাহা তাঁহার স্থূল বুদ্ধিতে উপলব্ধির বিষয় হয় না, সেই আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইলেন।

### কর্ম্মবীরের প্রণালীর স্থায়িত্ব-বিচার

আচ্ছা দেখা যাক, উচ্চহৃদয় কর্ম্মবীরের ঐরূপ উপকার-প্রণালী দ্বারা রোগী কতটা নিরাময় হইলেন। কর্ম্মবীর কুষ্ঠরোগীর রোগ উপশমনের জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন, এমন কি রোগীর সেবা করিতে গিয়া নিজের

---

* ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
জোষয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥
(গীঃ ৩।২৬)

মানসিক সূক্ষ্ম রোগটীকে অনেক সময়ে নিজের শরীরে পর্য্যন্ত স্থূলভাবে ব্যাপ্ত করিয়া দেহাসক্ত লোকের নিকট হইতে অনেক প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন। হয়ত' পরোপকারীর ঐরূপ বহু চেষ্টা-সত্ত্বেও ঐ গলৎকুষ্ঠরোগীর রোগ সারিল না, কিংবা হয়ত' রোগ কিছুকালের জন্য নেপথ্যে আত্মগোপন করিয়া রহিল, কিংবা ঐ রোগ চলিয়া গেলেও ''শরীরং ব্যাধিমন্দিরম্'' ন্যায়ানুসারে ব্যাধিমন্দির নিসর্গবশতঃই আরও নূতন নূতন রোগ ডাকিয়া আনিল। ফল বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে যাহাই হউক, ঐরূপ পরোপকার-প্রবৃত্তি দেখাইতে যাওয়ায় পরোপকারের প্রতিষ্ঠাকামী কর্ম্মবীর জগতের শতকরা শত সংখ্যক ব্যক্তির নিকটই অভিনন্দনের উপঢৌকন প্রাপ্ত হইলেন। ঐ গলৎকুষ্ঠরোগী যতক্ষণ কর্ম্মিমহাশয়ের চক্ষুর সম্মুখে ছিল, ততক্ষণই কর্ম্মিমহাশয়ের প্রাণ রোগীর স্থূলদেহের দুঃখে বিগলিত হইয়াছিল এবং তিনি তাঁহার স্থূলৈকসর্ব্বস্ববিচারে স্থূলভাবে রোগীর রোগ প্রতিকারার্থ যত্ন করিয়াছিলেন; কিন্তু ঐ গলৎকুষ্ঠ ব্যক্তি উপকারীর স্থূল চক্ষুর যবনিকার অপর দেশে গত হইলে কর্ম্মফলবশতঃ বা কর্ম্মবীজ বাসনার নিবৃত্তি না হওয়ায় সে ঐরূপ স্থূল গলৎকুষ্ঠ রোগ হইতে কোটিগুণ তীব্র ও অসংখ্যগুণ দীর্ঘকালস্থায়ী যে-সকল নরক-যন্ত্রণা বা ক্লেশ ভোগ করিবে, তাহা ঐ 'পরোপকারী' অভিমানী কর্ম্মবীরের স্থূল চক্ষুর বিষয়ীভূত না হওয়ায় তিনি সেই দুঃখকে তাঁহার অপ্রত্যক্ষ বলিয়া কোন সময় উহার অস্তিত্বকেই একেবারে উড়াইয়া দিয়া গলৎকুষ্ঠরোগীর প্রতি যে ভীষণ নিষ্ঠুরতা দেখাইলেন, তাহাতে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত পরোপকার-প্রবৃত্তি ভীষণ দাবানলে একটি বারিবিন্দুনিক্ষেপমাত্রেরই উদাহরণ হইল; কিংবা সেই কর্ম্মবীরের হস্ত, প্রতিভা, শক্তি, সামর্থ্য কুষ্ঠরোগীর ভাবী কর্ম্মফলভোগের যন্ত্রণার মধ্যে পৌঁছিতেই পারিল না। কাজেই ঐ যে কর্ম্মবীরের এত গৌরব, এত প্রতিষ্ঠা, এত প্রযত্ন, উহা কেবল বালকের মত অপর বালকের আপাত-ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি-বিধানের চেষ্টা-মাত্র হইল। তাহা পরিণামের দিনে প্রকৃত বাস্তবসুখসম্বল সংগ্রহ করাইতে পারিল না। বালকের প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী স্নেহময়ী মাতা বা স্নেহময় পিতা কিন্তু বালকের আপাত-ইন্দ্রিয়তৃপ্তির দিকে না তাকাইয়া—তাহার ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিতে বাধা দিয়াও বালকের ভাবী মঙ্গলের—বালকের ভাবী স্থায়ী সুখের জন্য চেষ্টা করিলেন। কর্ম্মবীরের চেষ্টার বীরত্ব-গৌরবকে এই জন্য ভাগবত বালক বা অল্পদৃষ্টিসম্পন্নের চেষ্টার সহিত তুলনা করিয়াছেন। অথচ জগতের প্রায় শতকরা শত-সংখ্যক লোকের বিচার ঐরূপ আপাত-প্রেয়ের বিচারেই এত বিজড়িত হইয়া পড়িয়াছে যে, যিনি বা যাঁহারা ঐরূপ গতানুগতিক পরোপকার বা ধর্ম্মের চেষ্টা না দেখাইবেন, তাঁহারাই ঐসকল অল্পদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট 'সমাজের অহিতকারক' বলিয়া বিচারিত হইবেন! সমাজের ঐকান্তিক হিতকর্ত্তা অকপট বাস্তব পরোপকারী আজ আপাত-প্রেমের গ্রাহকগণের সংখ্যাধিক্যের কণ্ঠরবে সমাজের 'অহিতকর্ত্তা' বলিয়া পরিগণিত! ধন্য মহামায়া—ধন্য তোমার বঞ্চনা-বিদ্যা!!

———

# শ্রীপুরুষোত্তম মঠে ইষ্টগোষ্ঠী আলোচনা

**ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ (সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন)**

পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেবের আনুগত্যে ও সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে গত ২৬ শে জুন, ২০১১ হতে ৩০ শে জুন পর্য্যন্ত পাঁচদিন ব্যাপী শ্রীপুরুষোত্তম মঠে শ্রীরথযাত্রা মহোৎসবের প্রাক্কালে ইষ্টগোষ্ঠী মুখে কল্যাণকল্পতরু, শরণাগতি ও ভক্তির প্রকারভেদ আলোচিত হয়। মিশনের সেবাসচিব পূজ্যপাদ শ্রীভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ সমস্ত শাখামঠ হতে আগত সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও বিভিন্ন স্থান হতে আগত গৃহস্থভক্তদেরকে নিয়ে ইষ্টগোষ্ঠী ক্লাস করেন। উক্ত আলোচনার সারাংশ নিম্নে আলোচিত হল—

**কল্যাণকল্পতরু**

**১। কল্যাণকল্পতরু কথার অর্থ কি? কে এনেছেন এবং কোথা থেকে এনেছেন?**

তরু অর্থে বৃক্ষ। কল্পবৃক্ষ অর্থাৎ যে বৃক্ষের নিকট যা কিছু প্রার্থনা করা যায় তা দিতে সমর্থ। কল্পবৃক্ষ আশ্রয় করলে কল্যাণরূপ ফল লাভ হয়। বৈকুণ্ঠ নিলয়ের অন্তঃপুরস্থ বৃন্দাবন নামক অপ্রাকৃত কাননে রাধাকৃষ্ণের

বিলাসকার্য্যে নিত্যদাস্যই উক্ত কল্যাণ। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গোলক হতে অপ্রাকৃত শব্দময় গীতি আকারে যে অপ্রাকৃত কল্পতরু মর্ত্তভূমিতে আমাদের নিকট এনেছেন তার যথাযথ সেবনে রাধাকৃষ্ণের প্রেমরূপ (সেবাপ্রাপ্তিরূপ) কল্যাণ ফল লাভ হয়। সাধারণ কল্পবৃক্ষ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষরূপ ফল দান করে। অপ্রাকৃত বা চিন্ময় কল্পবৃক্ষ প্রেমরূপ শ্রেয় ফল প্রদান করেন।

**২। কল্যাণকল্পতরুর শাখাপ্রশাখা বর্ণন করুন?**

কল্যাণকল্পতরুর তিনটি মূল স্কন্ধ—উপদেশ, উপলব্ধি ও উচ্ছ্বাস।

**(ক) উপদেশ**—উপদেশে ১৯ টি কীর্ত্তন আছে। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় সংসারগ্রস্ত জীবদের জড়ীয় অভিমান (বিদ্যার গৌরব, রূপের গৌরব, বর্ণ বা জাতির গৌরব আদি) শূন্য হয়ে বিশুদ্ধ কৃষ্ণসেবা বৃত্তি হৃদয়ে জাগ্রত করবার উপদেশ দিয়েছেন।

**(খ) উপলব্ধি**—কল্যাণকল্পতরুর দ্বিতীয় স্কন্ধের নাম উপলব্ধি। ইহা তিনটি শাখায় বিভক্ত। যথা—(১) অনুতাপ লক্ষণ উপলব্ধি। (২) নির্বেদ লক্ষণ উপলব্ধি। (৩) সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন উপলব্ধি।

**১। অনুতাপ লক্ষণ উপলব্ধি**—পাঁচটি কীর্ত্তন রয়েছে। এই পাঁচটি কীর্ত্তনে কৃত্রিমভাবে ক্লেশ নিবৃত্তি চেষ্ঠার অকিঞ্চিৎকরতার উপলব্ধি বর্ণিত আছে।

**২। নির্বেদ লক্ষণ উপলব্ধি**—পাঁচটি কীর্ত্তনে বিষয় বাসনা, জড় উচ্চাকাঙ্খা, ভুক্তিমুক্তি স্পৃহার অকিঞ্চিৎকরত্ব, জড়দেহ ও ভোগের ক্ষণিকত্ব ও ভগবদ্ভক্তির নিত্যত্বের উপলব্ধি প্রকাশিত হয়েছে।

**৩। সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন উপলব্ধি**—মোট চারটি কীর্ত্তন আছে। সম্বন্ধ-অভিধেয় -প্রয়োজন এই তিন অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্বের উপলব্ধি বিজ্ঞান বর্ণিত আছে। প্রয়োজন বিজ্ঞান কীর্ত্তনটি অমিত্রাক্ষর ছন্দে সুগভীর দার্শনিক তত্ত্বকে প্রস্ফুটিত করেছেন।

**(গ) উচ্ছ্বাস**—হৃদয়ের গভীর বেদনা বা খেদ প্রকাশের নাম উচ্ছ্বাস। চারভাগে বিভক্ত। যথা— (১) প্রার্থনা দৈন্যময়ী। (২) প্রার্থনা লালসাময়ী। (৩) বিজ্ঞপ্তি। (৪) উচ্ছ্বাস কীর্ত্তন।

**১। প্রার্থনা দৈন্যময়ী**—পাঁচটি কীর্ত্তন আছে। এই সকল প্রার্থনা ঠাকুর নরোত্তমের প্রার্থনা অনুরূপ সরল, সহজ, অকৃত্রিম আর্ত্তির অভিব্যক্তি।

**২। প্রার্থনা লালসাময়ী**—১২ টি কীর্ত্তন আছে। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপায় শ্রীবৃন্দাবন ধাম আশ্রয় করে অণুক্ষণ যুগল সেবার লালসায় সন্ধান দিয়েছেন ও শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপায় উপাধিরহিত রতি ও সিদ্ধদেহের লালসা প্রকাশ করেছেন।

**৩। বিজ্ঞপ্তি**—বিজ্ঞপ্তি অর্থাৎ ভগবানের কাছে নিজের দুঃখ বা অযোগ্যতা নিবেদন। এতে চারটি কীর্ত্তন আছে। গোপীনাথের কাছে মনের দুঃখের কথা জ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রাণের আর্ত্তি প্রকাশ করেছেন। যখন জীব গোপীনাথের পাদপদ্মে আর্ত্তিবিশিষ্ট হয়, তখনই তার জন্মজন্মান্তরের অপরাধ ও ভোগলিপ্সাজনিত পাষাণতুল্য হৃদয় বিগলিত হয়।

**৪। উচ্ছ্বাস কীর্ত্তন**—উচ্ছ্বাস কীর্ত্তন নামকীর্ত্তন, রূপকীর্ত্তন, গুণকীর্ত্তন, লীলাকীর্ত্তন ও রসকীর্ত্তন ভেদে পাঁচভাগে বিভক্ত।

**৩। এই বৃক্ষে কি দিয়ে সেবা করা যায় এবং তার ফলে কি ফল পাওয়া যায়?**

কল্যাণকল্পতরুকে শ্রদ্ধাবারি দিয়ে সেবা করতে হয় এবং তার ফলে শুদ্ধশরণাগতি লাভ হয় এবং শরণাগতি এলে গীতাবলী, শিক্ষাষ্টক, নামাষ্টক, রাধাষ্টক, নরোত্তম গীতি আদি পঠনে অধিকার জন্মে। তারপর শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত আদিতে ক্রমোন্নতি ঘটে।

## শরণাগতি

**১। শরণাগতি সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ কি?**

গীতার চরম শিক্ষা শরণাগতি। গীতায় ভগবান বলেছেন—

সর্বধর্মাণ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্য মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ।

শ্রীল রূপগোস্বামীপাদ ''ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে'' শরণাগতির সর্ব্বোত্তম অবস্থার কথা বর্ণনা করেছেন। বৈষ্ণবতন্ত্রে শরণাগতি সম্বন্ধে বর্ণিত শ্লোকটি নিম্নে প্রদর্শিত হইল—

''আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পস্য প্রাতিকূল্য বিবর্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা

আত্মনিক্ষেপ কার্পণ্যে ষড়বিধা শরণাগতি।

**২। শরণাগতির অঙ্গী কে ও অঙ্গ কি কি ?**

শ্রীল জীব গোস্বামীপাদ ভক্তিসন্দর্ভে শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধু কথিত শরণাগতির ছয়টি অঙ্গের মধ্যে গোপ্তৃত্বে বরণকে শরণাগতির অঙ্গী এবং দৈন্য, আত্মনিবেদন, অবশ্য রক্ষিবে এই বিশ্বাস, ভক্তি অনুকূল গ্রহণ ও প্রতিকূল বর্জন—এই পাঁচটিকে অঙ্গ বলেছেন।

**৩। শরণাগতির কয়টি অঙ্গ ও কি কি?**

শরণাগতির ছয়টি অঙ্গ যথা— দৈন্য, আত্মনিবেদন, গোপ্তৃত্বে বরণ, অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ এই বিশ্বাস, ভক্তির প্রতিকূল বর্জ্জন ও অনুকূল গ্রহণ।

**৪। শরণাগতির মধ্যে সাধ্য ও সাধন ভক্তির কীর্ত্তনগুলি কি কি?**

শরণাগতির মধ্যে ''আত্মসমর্পণে গেলা অভিমান'' (২৩ নং), ''ছোড়ত পুরুষ-অভিমান'' (২৪ নং), ''আমি ত স্বানন্দসুখদ বাসী'' (২৮ নং) এবং ''রাধাকুণ্ডতট কুঞ্জকুটীর'' (৩২ নং) কীর্ত্তনগুলি সাধ্যভক্তির কীর্ত্তন আর বাকি সব কীর্ত্তন সাধন ভক্তির কীর্ত্তন।

## ভক্তির প্রকারভেদ

**১। ভক্তি কি জিনিষ?**

'ভজ্' ধাতু 'ক্তি' প্রত্যয় যোগে ভক্তি শব্দ । 'ভজ' ধাতু সেবায়াং অর্থে প্রযুক্ত হয়। ভগবৎ সুখের উদ্দেশ্যে সেবা করার নাম ভক্তি। শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে ভক্তি সম্বন্ধে বলেছেন—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞান-কর্মাদি অনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তি উত্তমা।।

শাস্ত্রে কোথাও ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ও ভক্তিকে অভিধেয় বা সাধন বলেছেন। কিন্তু মহাজনগণ ভক্তিকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন বলেছেন। সাধ্য বা প্রয়োজন হলো শ্রীকৃষ্ণপ্রেম। উত্তমাভক্তির সাধনই সেই ভক্তি লাভের একমাত্র উপায়। ভক্তির সহায়তা বিনা কর্ম, জ্ঞান, যোগাদি স্বতন্ত্রভাবে ফল দিতে পারে না, কিন্তু ভক্তি কর্ম, জ্ঞান, যোগাদির সহায়তা বিনা স্বতন্ত্রভাবে চরমফল ভগবৎ প্রেম প্রদান করতে সমর্থা। সুতরাং উত্তমাভক্তিই জীবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন।

**২। ভক্তি কয় প্রকার ও কি কি বর্ণন করুন?**

গৌড়ীয় আচার্যগণ ভক্তিকে সাধারণত তিনভাগে বিভক্ত করেছেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় ভক্তিতে ১। গুণীভূতা, ২। প্রধানী, ৩। কেবলা—এই তিন নামে অভিহিত করেছেন। অপরদিকে ভক্তিজগতের চুলচেরা বিচার প্রদর্শনকারী শ্রীল জীব গোস্বামীপাদের মতে সাধারণত—আরোপসিদ্ধা, সঙ্গসিদ্ধা ও স্বরূপসিদ্ধা।

**১। গুণীভূতা বা আরোপসিদ্ধা ভক্তি—**ইহার অপর নাম কর্ম্মার্পণ। ভক্তির মতো দেখা গেলেও ইহা ভক্তি নয়। শ্রীল জীবগোস্বামীপাদ ভক্তিসন্দর্ভে বলেছেন—''স্বভাবত ভক্তিবিশিষ্ট না হয়ে যে সকল কর্ম্ম ভগবানে অর্পণহেতু ভক্তিত্বপ্রাপ্ত হয়, সেটার নাম আরোপসিদ্ধা ভক্তি। অন্যভাবে বলা যায় কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির সহিত ভক্তি গৌণভাবে মিশ্রিত থাকে এবং সেখানে ভক্তির প্রাধান্য দেখা যায়। কর্ম্ম, জ্ঞান-যোগাদির প্রাধান্যই অধিক পরিমাণে থাকে সেজন্য ইহা গুণীভূতা ভক্তি। ইহা ভক্তি আকারযুক্ত, সকাম ভাবযুক্ত এবং এর সর্ব্বোচ্চ ফল চিত্তশুদ্ধি।

**২। প্রধানী বা সঙ্গসিদ্ধা—**যে ভক্তি স্বভাবত ভক্তিবিশিষ্ট না হয়ে ভক্তির সহকারী বা পরিকররূপে স্থাপিত হয়, সেটা সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের ১।৫।৩৬ শ্লোকে এই ভক্তির কথা বলেছেন। ইহা দুই প্রকারের কর্ম্মমিশ্রা ও জ্ঞানমিশ্রা। ইহা আর্ত্ত, অর্থার্থী ও মুমুক্ষুগণের দ্বারা যাজিত, নিষ্কামভাবযুক্ত। এর সর্ব্বোচ্চ ফল মুক্তি। শুদ্ধভক্তসঙ্গে কেবলা ভক্তিতে অধিকার জন্মাতে পারে। নিষ্কাম কর্ম্ম ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান ভক্তির অঙ্গীভূত এবং শ্রবণাদি ভক্তির সাহচর্য্যে ইহা সিদ্ধ হয়।

**৩। কেবলা বা স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি—**এই ভক্তির অপর নাম উত্তমা ভক্তি। শাস্ত্রকারগণ একে অকিঞ্চনা, শুদ্ধা, অহৈতুকী, নির্গুণা ইত্যাদি নামে অভিহিত করেন। এই ভক্তি সকলের উর্দ্ধে বিরাজ করে। গৌড়ীয় গুরুবর্গগণ এই ভক্তির সর্ব্বোৎকৃষ্টতা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করে দেখিয়েছেন। এই ভক্তি কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টাময়, স্বয়ংসিদ্ধ ও শ্রবণকীর্ত্তনাদিপ্রধান। কর্ম্ম-জ্ঞানাদি কোন অনুশীলন থাকবে না। কেবল ভক্তিকামী, প্রেমরূপ পুরুষার্থ লাভেচ্ছু ব্যক্তিগণের দ্বারা যাজিত।

**৩। উত্তমা ভক্তি কয় প্রকার ও কি কি ?**

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব্ববিভাগ ১ শ্রীল রূপগোস্বামীপাদ বলেছেন—''সা ভক্তি সাধনং ভাবঃ প্রেমা চেতি ত্রিধোদিতা''।

উত্তমা ভক্তির তিনটি স্তর যথা—সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি।

সাধনভক্তি—''বৈধি রাগানুগা চেতি সা দ্বিধা সাধনভক্তি''। সাধনভক্তি বিধি ও রাগ ভেদে দুই প্রকার।

বিধিভক্তি— যেস্থলে কৃষ্ণে স্বাভাবিক রাগ ও রুচির দ্বারা প্রবৃত্তি না হয়ে কেবল শাস্ত্রশাসন ও বিধিদ্বারা শাসিত হয়ে জীব কৃষ্ণভক্তির অভিমুখে প্রবৃত্তি হয়, তখন যে সাধনভক্তি তার নাম বিধিভক্তি।

রাগভক্তি—ইষ্টবিষয়ে যে স্বাভাবিক প্রীতি, সেটাই রাগ। সেই রাগের দ্বারা চালিত হয়ে যে ভক্তি সেটাই রাগভক্তি। নিত্যসিদ্ধ ব্রজবাসী ও পুরবাসীগণের মধ্যেই ইহা প্রকাশিত।

**৪। উত্তমাভক্তির কয়টি গুণ বা ফল আছে?**

উত্তমাভক্তির ছয়টি গুণ যথা—

ক্লেশঘ্নী শুভদা মোক্ষলঘুতাকৃৎ সুদুর্ল্লভা।
সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিনী চ সা। (ভঃ রঃ সিঃ—১।১।১৩)

ক্লেশঘ্নী, শুভদা—এই দুটি গুণ সাধন ভক্তিতে।

মোক্ষলঘুতাকৃৎ ও সুদুল্লর্ভা—এই দুটি গুণ ভাবভক্তিতে

সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা ও কৃষ্ণাকর্ষিণী—এই দুটি গুণ প্রেমভক্তিতে উদিত হয়।

**(৪) ভক্তির পার্থক্য বা তুলনামুলক আলোচনা করুন।**

*গুণীভূতা ঃ*

১। বৈদিক ক্রিয়া অর্পণ।
২। সর্ব্বোচ্চ ফল মুক্তি।
৩। সকামভাবযুক্ত।
৪। কর্ম্মাপণের দ্বারা ভক্তিত্বের আরোপ।
৫। ভুক্তিকামীদের দ্বারা যাজিত।

*প্রধানী ঃ*

১। লৌকিকী ও বৈদিকী ক্রিয়া অর্পণ।
২। সর্ব্বোচ্চ ফল চিত্তশুদ্ধি।
৩। নিষ্কামভাবযুক্ত।
৪। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তির সাহচর্য্যে সিদ্ধ।
৫। আর্ত্ত, অর্থার্থী ও মুমুক্ষুগণের দ্বারা যাজিত।

*কেবলা ঃ*

১। সর্ব্বাত্মসমর্পণ।
২। সর্ব্বোচ্চ ফল কৃষ্ণসেবা বা প্রেমলাভ।
৩। কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টাযুক্ত।
৪। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি প্রধান ও কাম-মাত্র গন্ধহীন।
৫। কেবল ভক্তিকামীদের দ্বারা যাজিত।

—০—

**প্রচার প্রসঙ্গ**

# রথযাত্রা মহোৎসব

**নীলাচল পুরুষোত্তম মঠ ❑ বৃন্দা দাসী (বীরভূম)**

গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে, মিশনের সেবাসচিব ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজের পরিচালনায় এ বৎসরও শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের রথযাত্রা মহোৎসবকে কেন্দ্র করে শ্রীনীলাচল ধামস্থিত শ্রীপুরুষোত্তম মঠে সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীসহ অন্যান্য প্রায় পাঁচশত ভক্তের সমাগমে সাতদিনব্যাপী ভক্ত সঙ্গে বিপুল হরিসংকীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী আলোচনা এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁর পার্ষদগণের পদাঙ্কপূত শ্রীক্ষেত্রের বিভিন্ন লীলাভূমি দর্শন-পরিক্রমাদি ভক্তাঙ্গ্য যাজনের দ্বারা শ্রীশ্রীগৌর গদাধর বিনোদ-মাধব জীউকে বিশেষ ভাবে নন্দিত করা হয়।

জগতে অতুলনীয় এই শ্রীক্ষেত্রধাম। পুরুষোত্তমধাম অভিন্ন বৃন্দাবন স্বরূপ। প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণই জগন্নাথ, বলদেবই নিত্যানন্দ, আর সুভদ্রাদেবী পরাশক্তি স্বরূপিনী রাধাঠাকুরাণী। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব হচ্ছেন ধামেশ্বর, আর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন নীলাচল বিভূষণ।

চটক পর্বত, যে স্থানে আমাদের মঠ—মহাপ্রভু ও তাঁর পার্ষদগণের লীলাক্ষেত্র। এইস্থান শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ভজনস্থলী। শ্রীল গুরুমহারাজ আদি গুরুবর্গের পরম প্রিয় এই স্থান। আমরা গুরুবর্গের অনুগ হয়ে যেন এই উৎসব পালন করে যেতে পারি।

সোমবার। যোগিনী একাদশীর ব্রতোপবাস। যথারীতি মঙ্গল আরতী কীর্ত্তনাদির পর শ্রীল গুরুদেবের ভজন কুটীরে প্রায় ১ ঘণ্টা কীর্ত্তন হয়।

বিকাল ৩.৩০ মিনিটে শ্রীপাদ সন্ন্যাসী মহারাজ নাট্যমন্দিরে ১ ঘণ্টা ইষ্টগোষ্ঠী ক্লাস করেন। এদিন 'কল্যাণকল্পতরু' ও 'শরণাগতি' বিষয়ে আলোচনা হয়।

বিকাল ৫টার সময় আবার সংকীর্ত্তন যোগে শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিতের ভজন কুটীর, সাতাসন-ভক্তিকুটী-হরিদাস ঠাকুরের সমাধি মন্দির আদি দর্শনে যাওয়া হয়। শ্রীপাদ সন্ন্যাসী মহারাজ স্থানের মহিমা কীর্ত্তন করেন। পরে গুরুদেবের সঙ্গে সমুদ্র মহাতীর্থ দর্শন ও দণ্ডবৎ প্রণাম আদি করে সেখানে বসে কিছুক্ষণ কীর্ত্তন হয়।

এরপর মঠে ফিরে এসে আরতী কীর্ত্তন অন্তে রাত্রি ৮.৩০ মিনিটে শ্রীপাদ ন্যাসীমহারাজ নাট্যমন্দিরে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রাকট্য ঘটনাবলী তথা শবররাজ বিশ্বাবসুর সেবিত নীলমাধবের মহিমা, ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা, গুণ্ডিচা মহারাণীর মহিমা কীর্ত্তন করেন। পরে তিনি জীব কি তত্ত্ব জগন্নাথ কি তত্ত্ব এ বিষয়ে শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা করেন।

**মঙ্গলবার।** সকালে আরতী কীর্ত্তনাদির পর প্রসাদ পেয়ে ৯.৩০ মিনিটে গম্ভীরা দর্শনে যাওয়া হয়। শ্রীল গুরুদেবের নির্দেশে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোরা' কীর্ত্তনের দ্বারা আরতী করা হয়। শ্রীপাদ সন্ন্যাসী মহারাজ স্থানের মহিমা কীর্ত্তন করে বলেন—

''চন্ডীদাস, বিদ্যাপতি রায়ের নাটক-গীতি
কর্ণামৃত, শ্রীগীতগোবিন্দ
স্বরূপ-রামানন্দ-সনে মহাপ্রভু রাত্রি-দিনে
গায়, শুনে—পরম আনন্দ''

এই সব মধুর রসের কথা আমাদের অনর্থগ্রস্থ চিত্তে দর্শন হয় না যদিও, গুরুদেবের পশ্চাতে থেকে দণ্ডবৎ প্রণাম করে কৃপা প্রার্থনা করাই কর্তব্য। এরপর সার্বভৌমের গৃহ, তথা গঙ্গামাতা মঠ, শ্বেতগঙ্গা আদি দর্শন প্রণাম করে মঠে ফিরে আসা হয়। বিকাল ৩.৩০ মিনিটে ইষ্টগোষ্ঠী ক্লাসে শরণাগতি ও ভক্তি বিষয়ে আলোচনা হয়। বিকাল ৫টার সময় পরমানন্দ পুরী কূপ দর্শনে যাওয়া হয়। কূপ পরিক্রমা করে সেখানে বসে গুরুদেবের নির্দেশে বৈষ্ণব বন্দনা কীর্ত্তন হয়। শ্রীপাদ সন্ন্যাসী মহারাজ পরমানন্দপুরী ও এই কূপের মহিমা বর্ণন করেন। রাত্রি ৯টার সময় নাট্য মন্দিরে শ্রীপাদ ন্যাসী মহারাজ গঙ্গামাতা মঠ, শ্বেতগঙ্গা আদি স্থানের মহিমা কীর্ত্তন করেন।

**বুধবার।** সকাল ১০টা নাগাদ জগন্নাথ বল্লভ উদ্যান ও নরেন্দ্র সরোবর দর্শনে যাওয়া হয়। জগন্নাথ মন্দিরের উত্তর পূর্ব কোণে জগন্নাথ বল্লভ উদ্যান। এটি রামানন্দ রায়ের ভজনস্থান। রামানন্দ বিশাখা সখীর অবতার মহাপ্রভুর মরমী ভক্ত। এই স্থানে তিনি 'জগন্নাথ বল্লভ' নাটক রচনা করেন।

এরপর নরেন্দ্র সরোবরের তীরে বসে কীর্ত্তন হয়—''আর কবে এমন দশা হবে', 'নব নটবর প্রভু ....'। পরে গুরুদেব সহ বৈষ্ণবগণ নরেন্দ্র সরোবরে স্নান করে দণ্ডবৎ প্রণামাদি করে মঠে ফিরে আসেন। বিকাল ৩.৩০ মিনিটে ইষ্টগোষ্ঠী আলোচনায় 'ভক্তি'র বিভিন্ন প্রকারের লক্ষণ বিষয়ে ব্যাখ্যা হয়। বিকাল ৫টায় সিদ্ধবকুল পরিক্রমায় যাওয়া হয়। এই স্থানে নামাচার্য্য হরিদাস ঠাকুর প্রত্যহ তিনলক্ষ হরিনাম জপ করতেন। রাত্রি ৯টায় ন্যাসী মহারাজ সারঙ্গমুরারী প্রভুর আবির্ভাব তিথি উপলক্ষ্যে তাঁর মহিমা কথা কীর্ত্তন করেন।

**বৃহস্পতিবার।** সকালে প্রসাদ পেয়ে ৮টার সময় শ্রীশ্রীআলালনাথ জীউর দর্শন উদ্দেশ্যে পরিক্রমা বের হয়। গুরুদেব তাঁর নিজের গাড়িতে যান—ভক্তদের জন্য অন্য গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আলালনাথে গাড়ি এসে পৌঁছলে সংকীর্ত্তন যোগে কিছুটা পথ পায়ে হেঁটে বেন্টপুর-রায়রামানন্দের বাড়ি এবং মাধবীদেবীর সেবিত বিগ্রহ দর্শনে যাওয়া হয়। পরে শ্রী আলালনাথ জীউর দর্শন আরতী পরিক্রমাদি করে শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয় মঠে উপস্থিত হয়। এদিন সেখানকার ভক্তগণের দ্বারা গুরুপূজার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। শ্রীপাদ সন্ন্যাসী মহারাজ প্রথমেই স্থানের মহিমা কীর্ত্তন করেন। ''যদিও এখানে চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্তি কিন্তু মহাপ্রভু জগন্নাথের অনবসর কালে জগন্নাথের দর্শন না পেয়ে বিরহ ব্যাকুল চিত্তে এই স্থানে এসে নৃত্য-কীর্ত্তন করতেন এবং অভিন্ন জগন্নাথরূপে দর্শন করতেন''। পরে শ্রীপাদ ভক্তিস্নাত সজ্জন মহারাজ শ্রীগুরুমহিমা কীর্ত্তন করেন। মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসূন সাধুমহারাজ স্বল্পকথায় আলালনাথ জীউর মহিমা কীর্ত্তন করেন এবং শ্রীপাদ ভক্তিশ্রীরূপ সিদ্ধান্তি মহারাজ গুরুমহিমা প্রসঙ্গে কীর্ত্তন করেন।

এরপর শ্রীল গুরুদেব স্বল্প কথায় হৃদয়স্পর্শী ভাষণ

দেন। তিনি বলেন—''ভগবান গৌরসুন্দর গুরুদেবের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। বিরহে প্রকৃত দর্শন হয়। যার বিরহ নাই তার দর্শন নাই। বিরহই জীব হৃদয়ে ভগবানকে আস্বাদন করায়।'' পরে শ্রীগুরুপাদপদ্মে আরতী ও পুষ্পাঞ্জলী নিবেদন করে শ্রীগৌড়ীয় নাথ রাধা গোপী গোপীনাথ জীউর মধ্যাহ্নকালীন ভোগারতি হয় মহা সমারোহে। পরে মহাপ্রসাদ সেবন করে কিছুক্ষণ সেই মঠে বিশ্রামের পর পরিক্রমাকারী ভক্তগণ বিকাল ৪.৩০ মিনিট নাগাদ শ্রীপুরুষোত্তম মঠে ফিরে আসেন। বিকাল ৫টায় গুরুদেবের সঙ্গে সমুদ্রের তীরে কীর্ত্তনে যাওয়া হয়। রাত্রি ৯.৩০ মিনিটে শ্রীপাদ ন্যাসীমহারাজ আলালনাথের মহিমা কীর্ত্তন করেন।

**শুক্রবার।** আজ শ্রীগৌড়ীয় মঠের মূল পুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ৯৬তম তিরোভাব তিথি।

সকাল ৭.৩০ মিনিটে সংকীর্ত্তনযোগে টোটা গোপীনাথ দর্শনে যাওয়া হয়। শ্রীপাদ সন্ন্যাসী মহারাজ গোপীনাথের মহিমা কীর্ত্তন করে বলেন—গদাধর পণ্ডিত মহাপ্রভুর কাছে থেকে এই শ্রীবিগ্রহের সেবা প্রাপ্ত হন। মহাপ্রভু সমুদ্র স্নান করে প্রত্যহ গদাধরের কাছে এই স্থানে ভাগবত শুনতে আসতেন। মহাপ্রভু অন্তিম লীলায় এই গোপীনাথ বিগ্রহে বিলীন হন তাই এই স্থান গৌড়ীয়দের পরম ভজনীয় স্থান।''

এরপর মঠে ফিরে এসে প্রসাদ পেয়ে শ্রীল গুরুদেবের ভজন কুটীরের সামনে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আলেখ্য রেখে গুরুপূজার আয়োজন করা হয়। ভক্তিবিনোদ গীতি থেকে শরণাগতির অনেক কীর্ত্তন হয় পরে গুরুদেবের কৃপানির্দেশে শ্রীপাদ ভক্তিশ্রীরূপ সিদ্ধান্তি মহারাজ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপার করুণার কথা সহজ সরল ভাষায় কীর্ত্তন করেন।

শ্রীপাদ সন্ন্যাসী মহারাজ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মহিমা প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদের বাণী উল্লেখ করে বলেন—

''তাঁহার করুণা কথা মাধব ভজন প্রথা
তুলনা নাহিক ত্রিভুবনে।
তাঁর সম অন্য কেহ ধরিয়া এ নরদেহ
নাহি দিল কৃষ্ণ প্রেম ধনে ॥''

কলিহত জীবকে কৃষ্ণ প্রেম দান করার জন্য তাঁর চিত্ত কতটা ব্যাকুলিত হয়েছিল তা একমাত্র প্রভুপাদই বুঝেছিলেন। শ্রীল গুরুমহারাজ বলেছেন—'ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গ্রন্থ রচনা সেবা, মহাপ্রভুর জন্মস্থান আবিষ্কার এবং সবচেয়ে বড় দান প্রভুপাদকে দিয়ে গেছেন এই সংসারে। নিজে কৃষ্ণ ভজন কর এবং অন্যকে কৃষ্ণ ভজন করাও এই ছিল তাঁর জিহ্বা এবং লেখনীর ভাষা'।

শ্রীল গুরুদেব বলেন—''সিদ্ধান্ত শুধু সিদ্ধান্তই থাকে যদি না আমরা মহাজনের কাছে থেকে শুনি। ভক্তের অনুকম্পা না হলে আমরা ভক্ত হতে পারি না—ভক্ত সাজতে পারি মাত্র। ভগবানকে হৃদয়ে ধারণ করাবে গুরুপাদপদ্ম বৈষ্ণবগণ। গৌড়ীয় মিশনের মত নিষ্কপট অনুকম্পা পৃথিবীর আর কেউ করতে পারে না। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জগতে যা দিয়ে গেছেন তা তুলনাহীন।'' বিকাল ৩.৩০ মিনিটে শুদ্ধভক্তির ফল বিষয়ে আলোচনা হয়। ৫টায় শ্রীপাদ ন্যাসী মহারাজ শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অবদান বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে শ্রীদশমূল শিক্ষা আলোচনা করেন। পরে সমুদ্রতীরে বহু ভক্ত সমাগমে গুরুদেবের সাক্ষাতে অনেক নৃত্য-কীর্ত্তন হয়। রাত্রি ৯.৩০ মিনিটে শ্রীপাদ বৈষ্ণব মহারাজ গদাধর পণ্ডিতের তিরোভাব তিথি উপলক্ষ্যে তাঁর মহিমা বলেন।

**শনিবার।** আজ গুণ্ডিচামার্জন উৎসব। সকাল থেকেই এক অপ্রাকৃত আনন্দে বৈষ্ণবগণ মেতে উঠেন। নাট্য মন্দিরে গুরুপূজা শুরু হয়। শ্রীপাদ ন্যাসী মহারাজ বলেন রথযাত্রা প্রাক্কালে গুরু পাদপদ্মের কৃপা যাঞ্ছা করা শিষ্য মাত্রেরই কর্তব্য।

শ্রীপাদ বৈষ্ণব মহারাজ বলেন, ভক্তি জগতে আদৌ গুরু পাদাশ্রয় না হলে পারমার্থিক জীবন শুরুই হয় না। শ্রীপাদ সন্ন্যাসী মহারাজ বলেন, ''গুরুপূজাটা যে কোনো ভক্ত্যঙ্গ যাজনের প্রারম্ভিক কার্য্য। কৃষ্ণ বৃন্দাবনে যাচ্ছেন তাই আমরা গুরুদেবের পশ্চাতে থেকে আনন্দে নৃত্য-কীর্ত্তন করব। আমাদের চিত্তের শুদ্ধতা কতটা হয়েছে তারই পরীক্ষা রথযাত্রা প্রাক্কালে।''

শ্রীল গুরুদেব বলেন—''মায়াবদ্ধ জীব নিজসুখপর হয়ে ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধের কথা ভুলে রয়েছে। গুরুদেব ভগবানের representative (প্রতিনিধি) হয়ে জীবকে সেই সম্বন্ধে জাগ্রত করেন।'' অনেক গৃহস্থ ভক্ত গুরুপাদপদ্মের শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করেন। পরে গুরু পাদপদ্মে আরতী ও পুষ্পাঞ্জলী অর্পণ করে শ্রীশ্রীগৌর গদাধর বিনোদ-মাধব জীউর আরতী করে তাঁদের কৃপা প্রার্থনা করে দুপুরে প্রসাদ পেয়ে বেলা ১টা নাগাদ সংকীর্ত্তন যোগে গুণ্ডিচা মার্জন



Sys 1\E:\Vaktipatra\2011\July-2011\July-2011 Page: 16

উপলক্ষ্যে রওনা হয়।

গুণ্ডিচা মন্দির প্রাঙ্গণে বসে গুরুদেবের নির্দেশে কীর্ত্তন হয়—''নাচে শচীনন্দন (শ্রীপাদ বন মহারাজ)। এরপর শ্রীপাদ সন্ন্যাসী মহারাজ গুণ্ডিচা মার্জনের তাৎপর্য্য বিষয়ে বলেন, ''আমাদের গুরুবর্গ মহাপ্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণে এই গুণ্ডিচা মার্জন সেবা করবার প্রয়াসী হয়েছেন। অভিন্ন বৃন্দাবন এই গুণ্ডিচা ভবন। মহাপ্রভু রাজা প্রতাপরুদ্র ও কাশীমিশ্র আদির কাছে এই মন্দির মার্জন সেবা চেয়ে নিয়েছিলেন। এটাই আমাদের যোগ্য সেবা।'' সংকীর্ত্তন সহযোগে গুণ্ডিচা মার্জন শুরু হয়। কিছু ভক্ত খোল-করতাল নিয়ে চতুর্দিকে সংকীর্ত্তন ধ্বনি করে পরিক্রমা করতে থাকেন। শ্রীল গুরুদেব প্রথমে ঝাড়ু হাতে নিয়ে মন্দির প্রাঙ্গণ ঝাড়ু দেওয়া শুরু করেন পরে বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে অন্যান্য ভক্তগণ ঝাড়ু দ্বারা প্রাঙ্গণ পরিষ্কার করে পরে জল দিয়ে ধুয়ে মন্দিরের আনাচে-কানাচে চতুর্দিক পরিষ্কার করে দণ্ডবৎ প্রণামাদি করে নৃসিংহ মন্দিরে আসেন। সেখানেও একই ভাবে চতুর্দিক পরিষ্কার করে নৃসিংহদেবের আরতী কীর্ত্তন পরিক্রমা করে তাঁর কৃপাশীর্বাদ প্রার্থনা করে ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরের তীরে এসে ভক্তগণ বিশ্রাম করেন। মহাপ্রভুর লীলায় মহাপ্রভু ও তাঁর ভক্তগণ গুণ্ডিচা মার্জন লীলা করে পরিশ্রান্ত হয়ে এই স্থানে বিশ্রাম ও জগন্নাথের বহুবিধ মহাপ্রসাদ সেবন করতেন। আমাদের গুরুবর্গ এখনও সেই ব্যবস্থা রেখেছেন। এখানে জগন্নাথের প্রসাদ দেওয়া হয় সব ভক্তদের। পরে সেখান থেকে রাত্রি ৮টা নাগাদ মঠে ফেরা হয়।

**রবিবার।** আজ রথযাত্রা মহোৎসব। গুরুদেবের বারান্দায় প্রায় দুই ঘণ্টা নৃত্য-কীর্ত্তন হল। পরে ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত শ্রীপাদ সন্ন্যাসী মহারাজ নাট্য মন্দিরে রসিক শেখর ভগবানের দ্বাদশ রস বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করেন।

এরপর প্রসাদ পেয়ে বেলা ১টা নাগাদ সংকীর্ত্তন যোগে পরিক্রমাকারী ভক্তগণ রথযাত্রা মহোৎসবের আনন্দে জগন্নাথ মন্দিরের সামনে উপস্থিত হন। বড়দণ্ডের ওপর তিনটি রথে যথাক্রমে জগন্নাথ বলদেব ও সুভদ্রা মহারানী উপবেশন করে আছেন। গুরুদেব প্রথমেই বলদেব প্রভুর আরতী করলেন—জয় জয় নিত্যানন্দ। পরে সুভদ্রা মহারাণী জগন্নাথদেবের আরতি হল। 'বল হরি হরি মুকুন্দ মুরারী'—কীর্ত্তনের দ্বারা জগন্নাথের সামনে বৈষ্ণবগণ উদ্দণ্ড নৃত্য শুরু করেন।

''আনন্দ বিস্ময় মন দেখি প্রেম সংকীর্ত্তন
ধীরে ধীরে চলে জগন্নাথ।''

এইভাবে নৃত্য-কীর্ত্তন হতে থাকলে কিছুক্ষণ পরে বলদেব প্রভু ও ক্রমে সুভদ্রা মা ও জগন্নাথদেবের রথ ধীরে ধীরে চলতে শুরু করে। বৈষ্ণবগণ কিছুক্ষণ রথাগ্রে নৃত্য-কীর্ত্তন করার পর জগন্নাথদেবের রথের পশ্চাতে থেকে নৃত্য-কীর্ত্তন দ্বারা তাঁকে নন্দিত করতে করতে অনুগমন করতে থাকেন। এইভাবে জগন্নাথ পথিমধ্যে ভক্তের ভোগ্য সামগ্রী গ্রহণ করতে করতে এবং আপামর জন সাধারণকে দর্শন দানে কৃতার্থ করতে করতে গুণ্ডিচা ভবন তথা অভিন্ন বৃন্দাবনে উপস্থিত হন। সেখানে বৈষ্ণবগণ জগন্নাথের বহু স্তব স্তুতি করে দণ্ডবৎ প্রণামাদি দ্বারা তাঁর কৃপা প্রার্থনা করে সংকীর্ত্তন করতে করতে মঠে ফিরে আসেন।

এইভাবে গুরুদেব ও বৈষ্ণবগণের সঙ্গ সাহচর্য্যে মহাসংকীর্ত্তন বিলাসের মাধ্যমে রথযাত্রা মহোৎসব মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়।

—০—

# আহ্বান

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্কপূত ঐতিহ্যশালী বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে মিশনের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক মহারাজের নেতৃত্বে ও মিশনের পরিচর্য্যা পরিষদের সেবোদ্যোগে আগামী ২১ আগষ্ট, ২০১১ হইতে তিন দিন ব্যাপী শুরু হতে চলেছে শ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী উৎসব। এই মহতী অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য আপনাদের সকলকে জানাই সাদর আহ্বান ও সম্ভাষণ।

আনন্দ সংবাদ

# গৌড়ীয় মিশন কর্ত্তৃক শ্রীউর্জ্জাব্রতকালে টাটাসুমো যোগে সমগ্র ৮৪ ক্রো(শ ব্রজমণ্ডল পরিক্র(মা

আনন্দ সংবাদ

শ্রদ্ধালু ভক্তগণ,

এই বৎসর কার্ত্তিক মাসে ঊর্জ্জাব্রতকালে গৌড়ীয় মিশনের বর্ত্তমান আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক মহারাজের আনুগত্যে ও গৌড়ীয় মিশনের পরিচর্য্যা পরিষদের সেবোদ্যোগে আগামী ১২ই অক্টোবর, ২০১১ (২৫ শে আশ্বিন, ১৪১৮) বুধবার হইতে ২৭শে অক্টোবর, ২০১১ (১০ই কার্ত্তিক, ১৪১৮) বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত প্রায় ১৬ দিন ব্যাপী ৮৪ ক্রোশ ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা, শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন লীলাস্থলী দর্শন, ধামবাস ও পারমার্থিক ক্লাস প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। শ্রদ্ধালু সজ্জনবৃন্দের নিকট আবেদন আপনারা দামোদর মাসে শুদ্ধ ভক্ত সঙ্গে সংকীর্ত্তন সহযোগে ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করিয়া মনুষ্য জীবন সার্থক করুন।

বর্ত্তমান গাড়ীভাড়া, বাড়ী ভাড়া ও দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য মিশনের পরিচালক মণ্ডলী সকল বিষয়ে বিবেচনা করিয়া যথাসম্ভব কম খরচে সম্পূর্ণ পরিক্রমার জন্য ৬,৫০০/- (ছয় হাজার পাঁচ শত) টাকা প্রত্যেক যাত্রী পিছু ধার্য্য করিয়াছেন। যাত্রীদের নিজ নিজ খরচায় বৃন্দাবনে ১১ ই অক্টোবরের মধ্যে পৌঁছিতে হইবে এবং পরিক্রমা অন্তে ২৮ শে অক্টোবর নিজ খরচায় স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে।

## পরিক্রমা সূচী

| | | |
|---|---|---|
| ১২—১৬ অক্টোবর | ঃ | প্রত্যহ স্থানীয় দর্শন ও ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষা বিষয়ক ক্লাস। |
| ১৭ অক্টোবর, সোমবার | ঃ | ভতরোন বিহারী, মথুরা, অক্রুর ঘাট, ভূতেশ্বর শিব, শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান, মধুবন, তালবন, কুমুদবন, শান্তনুকুণ্ড, আদি দর্শন। |
| ১৮ অক্টোবর, মঙ্গলবার | ঃ | বলভদ্রকুণ্ড, ডীগ, সুদামাপুরী, পরমাদরা, বুড়াবদ্রী, আদিবদ্রী, কেদারনাথ আদি দর্শন। |
| ১৯ অক্টোবর, বুধবার | ঃ | কাম্যবন, কদমখণ্ডী, শ্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন জীউ, বিমলাকুণ্ড, চরণপাহাড়ী, ভোজনস্থলী, কামেশ্বর প্রভৃতি দর্শন। |
| ২০ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার | ঃ | বর্ষাণা, নন্দগ্রাম, প্রেম সরোবর, সঙ্কেত, পাবন সরোবর, কোকিলাবন, যাবট আদি দর্শন। |
| ২১ অক্টোবর, শুক্রবার | ঃ | শেরগড়, ছত্রবন, খেলনবন, রামঘাট, শেষশায়ী, বিহারবন, কাত্যায়নী, অক্ষয়বট আদি দর্শন। |
| ২২ অক্টোবর, শনিবার | ঃ | মানসরোবর, বেলবন, মাঠবন, ভাণ্ডীরবন, বংশীবট আদি দর্শন। |
| ২৩ অক্টোবর, রবিবার | ঃ | দাউজী, ব্রহ্মাণ্ডঘাট, মহাবন, লৌহবন, গোকুল, বিশ্রামঘাট, আদি দর্শন। |
| ২৪ অক্টোবর, সোমবার | ঃ | গরুড় গোবিন্দ, বহুলাবন, মুখরাই, সূর্যকুণ্ড আদি দর্শন করিয়া রাধাকুণ্ডে বাস। |
| ২৫ অক্টোবর, মঙ্গলবার | ঃ | গিরিরাজ গোবর্দ্ধন পরিক্রমা এবং রাধাকুণ্ডে রাত্রিবাস। |
| ২৬ অক্টোবর, বুধবার | ঃ | পারমার্থিক ক্লাস। |
| ২৭ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার | ঃ | অন্নকূট মহোৎসব ও পরিক্রমা সমাপ্তি। |

**বিঃ দ্রঃ—অনিবার্য কারণবশতঃ উপরোক্ত সূচী পরিবর্ত্তনযোগ্য।**

## জ্ঞাতব্য বিষয়

*❑ যাত্রীগণকে অনুরোধ করা যাইতেছে—তাঁহারা যেন শীঘ্রাতিশীঘ্র অর্দ্ধেক টাকা জমা দিয়া নাম তালিকাভূক্ত করেন এবং বাকী টাকা যাত্রার পূর্বে জমা দিয়া রসিদ গ্রহণ করিবেন। ❑ এই সময় অল্প শীত পড়ে, এইজন্য হাল্কা গরম পোষাক, হাল্কা বিছানা, থালা, বাটী ও টর্চ সঙ্গে লইবেন। প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য সঙ্গে কিছু প্রয়োজনীয় ঔষধ রাখিবেন। ❑ ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করিতে ইচ্ছুক যাত্রীগণ নিজ খরচে ১১ই অক্টোবর বিকালের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ, কিশোরপুরা, বৃন্দাবন এই ঠিকানায় অবশ্যই উপস্থিত থাকিবেন এবং পরিক্রমা শেষে নিজ খরচায় রাধাকুণ্ড মঠ হইতে নিজ নিজ গন্তব্যস্থানে যাত্রা করিবেন। রেলের টিকিট পূর্ব হইতে সংগ্রহ করিয়া লইবেন। যাহারা নিজ টিকিট সংগ্রহ করিতে অসমর্থ মিশন কর্ত্তৃপক্ষকে সাহায্যের জন্য পূর্ব পৃষ্ঠায় উল্লিখিত ফোনে যোগাযোগ করিবেন।*

Sys 1\E:\Vaktipatra\2011\July-2011\July-2011

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ডঃ মানস রঞ্জন ভুঁইয়া কর্ত্তৃক প্রদত্ত প্রশংসাপত্র এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সমাজকল্যাণ স্ত্রী ও শিশু বিকাশ মন্ত্রী প্রফেসর কিরণ ওয়ালিয়া কর্ত্তৃক প্রশংসাপত্র নিম্নে প্রদর্শিত হইল

Dr. Manas Ranjan Bhunia
M.B.B.S (Cal)

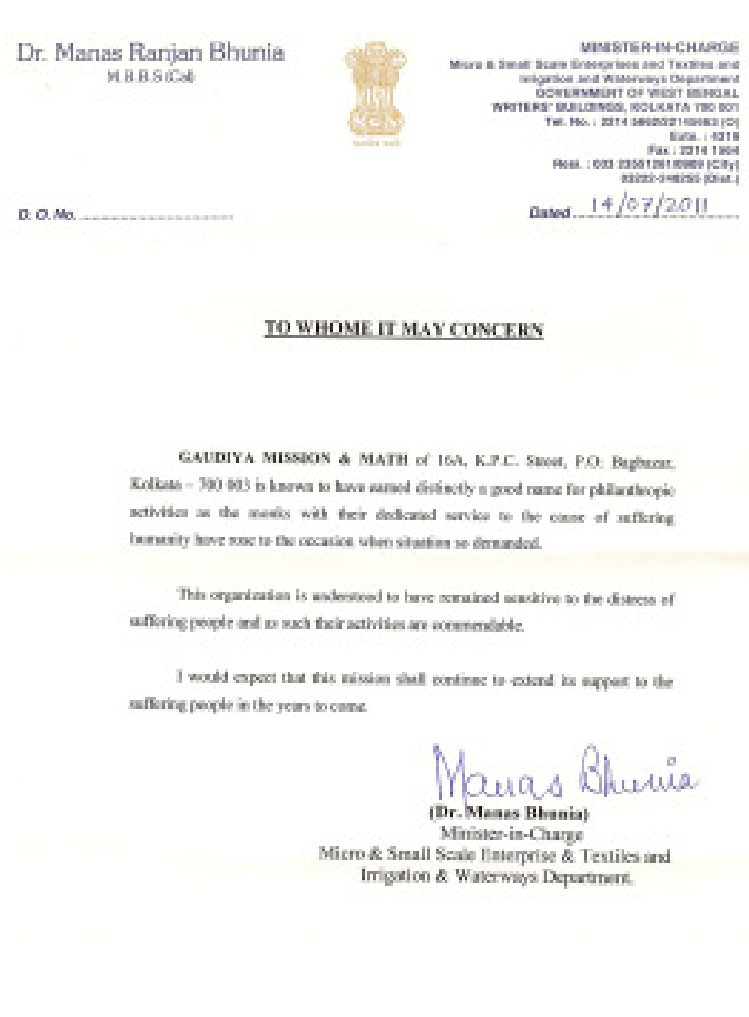

MINISTER-IN-CHARGE
Micro & Small Scale Enterprises and Textiles and
Irrigation and Waterways Department
GOVERNMENT OF WEST BENGAL
WRITERS' BUILDINGS, KOLKATA 700 001
Tel. No. : 2214 5860/2214 5083 (O)
Extn. : 4219
Fax : 2214 1504
Resi. : 033 2355 1261/5989 (City)
03220-248250 (Dist.)

D. O. No. ....................

Dated 14/07/2011

**TO WHOME IT MAY CONCERN**

**GAUDIYA MISSION & MATH** of 16A, K.P.C. Street, P.O: Baghbazar, Kolkata – 700 003 is known to have earned distinctly a good name for philanthropic activities as the monks with their dedicated service to the cause of suffering humanity have rose to the occasion when situation so demanded.

This organization is understood to have remained sensitive to the distress of suffering people and as such their activities are commendable.

I would expect that this mission shall continue to extend its support to the suffering people in the years to come.

Manas Bhunia
**(Dr. Manas Bhunia)**
Minister-in-Charge
Micro & Small Scale Enterprise & Textiles and
Irrigation & Waterways Department.

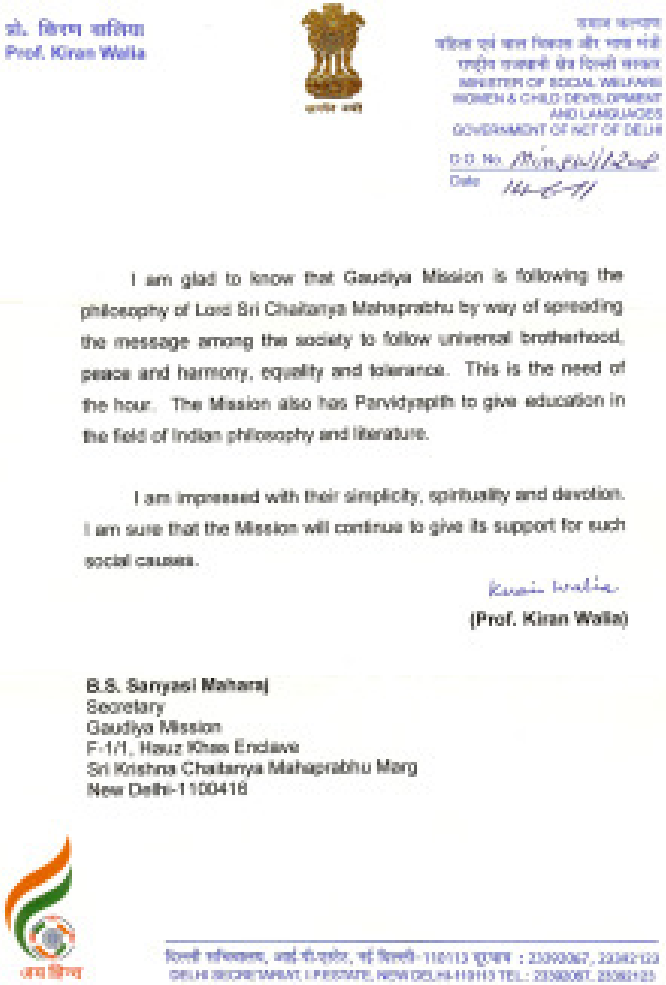

प्रो. किरण वालिया
Prof. Kiran Walia

समाज कल्याण
महिला एवं बाल विकास और भाषा मंत्री
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
MINISTER OF SOCIAL WELFARE
WOMEN & CHILD DEVELOPMENT
AND LANGUAGES
GOVERNMENT OF NCT OF DELHI

D.O. No. Min/SW/2nd
Date 14-7-11

I am glad to know that Gaudiya Mission is following the philosophy of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu by way of spreading the message among the society to follow universal brotherhood, peace and harmony, equality and tolerance. This is the need of the hour. The Mission also has Parvidyapith to give education in the field of Indian philosophy and literature.

I am impressed with their simplicity, spirituality and devotion. I am sure that the Mission will continue to give its support for such social causes.

Kiran Walia
**(Prof. Kiran Walia)**

**B.S. Sanyasi Maharaj**
Secretary
Gaudiya Mission
F-1/1, Hauz Khas Enclave
Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu Marg
New Delhi-110016

जय हिन्द

दिल्ली सचिवालय, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली-110113 दूरभाष : 23392067, 23392123
DELHI SECRETARIAT, I.P.ESTATE, NEW DELHI-110113 TEL.: 23392067, 23392123

Sys 1\E:\Vaktipatra\2011\July-2011\July-2011

পূর্ব মেদিনীপুর জঙ্গলমহল এলাকায় বন্যাত্রানে জিলা প্রশাসক এবং পশ্চিম মেদিনীপুর কুকাই (কেশিয়ারী) গ্রামে নিঃশুল্ক চিকিৎসা শিবির সম্বন্ধে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান কর্ত্তৃক প্রদত্ত প্রশংসাপত্র নিম্নে প্রদর্শিত হইল

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE, PURBA MEDINIPUR
TAMLUK : : PURBA MEDINIPUR

Memo No. 194/ADM/CON Date. 07.07.2011

TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that Gaudiya Mission have extended their co-operation and supplied cooked food to the flood affected people of Radhaballavchak and Purusottampur Gram Panchayat on 25.06.2011 and 26.06.2011.

I convey my wishes to Gaudiya Mission for their commendable service and hope for providing such co-operation to the flood- affected people in future.

This certificate is issued on the basis of the certificate given by the Sub-Divisional Officer, Tamluk.

Additional District Magistrate(Genl.)
Purba Medinipur

To :
GAUDIYA MISSION
Sri Gaudiya Math
16A, K.P.C. Street,
P.O.- Bagbazar
Kolkata -700003

Office of the
Lalua Gram Panchayat
Block : Keshiary
At.+P.O.- Dhalbelun : Dist.- Paschim Medinipur

Ref. No.............. Date 22.06.11

To whom it may Concern

This is to certify that a free medical Camp has been done at Kukai, Keshiary Paschim Medinipur on 22.06.2011 organised by Gaudiya Mission Bagbazar Kolkata 700003. In this Camp two doctors Dr. Subrata Samanta and Dr. Tapami Ghit of Keshiary BPHC has checked on near SC & ST Patients approximately. Secretary of Gaudiya Mission Srd. Bhakti Sundar Sannyasi Maharaj and Asst. Secretary Srd. Bhakti Nistha Nyasi Maharaj has successfully conducted the said camp. The medicines distributed free of Cost to Patients.

Pradhan,
Lalua Gram Panchayat
Keshiary Dev Block



Page: 20